আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের জমকালো অভিষেক পৃষ্ঠা ২৬

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 4 June 2026, 10th Year, Issue 481, 40 Pages

ওষুধে ওজন বৃদ্ধি: ওজন কমানোর ৭টি বৈজ্ঞানিক উপায় পৃষ্ঠা ৩৪

বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৮ জিলহজ ১৪৪৭, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮১, পৃষ্ঠা ৪০

সেনা না মরলে যুদ্ধবিরতি ভাঙবেন না ট্রাম্প! রুবিও বলছেন শেষ

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান কৌশল।

বিশেষ প্রতিনিধি

যুদ্ধ কি সত্যিই শেষ? নাকি এটি আরেক ধরনের যুদ্ধ, যেখানে গোলাগুলি চলছে কিন্তু কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের কথা স্বীকার করছে না?

বুধবার রাতে প্রকাশিত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ঘনিষ্ঠ

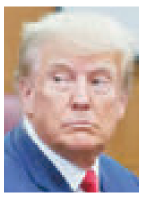
ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কো রুবিও

উপদেষ্টাদের জানিয়েছেন, মার্কিন সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য নিহত না হলে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু করতে চান না। এটিই এখন তার একমাত্র ‘রেড লাইন’।

কুয়েতের বিমানবন্দরে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে, বাহরাইনে ড্রোন আক্রমণ হয়েছে, পারস্য

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ইরান যুদ্ধ বন্ধে কংগ্রেসে প্রস্তাব পাস

বিবিসি

ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিরত রাখার লক্ষ্যে দেশটির কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা প্রতিনিধি পরিষদ একটি প্রস্তাব পাস করেছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের বিষয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নিম্নকক্ষের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

এই অর্জন ব্যক্তি বা সরকারের নয়, বাংলাদেশের

ইব্রাহীম চৌধুরী

বাংলাদেশ আবারও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) সভাপতির আসনে। চার দশক পর বিশ্বের সর্ববৃহৎ কূটনৈতিক মঞ্চে একজন বাংলাদেশি নেতৃত্ব দেবেন। আগামী অধিবেশনে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও কূটনীতিকরা বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে একজন বাংলাদেশিকে “মিস্টার প্রেসিডেন্ট” বলে সম্বোধন করবেন। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

মিলল নভেম্বরের আগাম বার্তা

ছয় অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি

এই নির্বাচন একদিকে যেমন নতুন নেতৃত্বের উত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছে অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বার্তাও দিয়েছে

মিনহাজুল ইসলাম

মঙ্গলবার, ২ জুন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে দিনটি ছিল আরেকটি প্রাইমারি নির্বাচনের দিন। কিন্তু ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর স্পষ্ট হয়ে যায় নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক শক্তির মাপজোখ, নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং আগামী দিনের ক্ষমতার লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহড়া।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আইওয়া, নিউজার্সি থেকে নিউ মেক্সিকো—ছয়টি অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রাইমারি নির্বাচন একদিকে যেমন নতুন নেতৃত্বের উত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছে, অন্যদিকে আমেরিকার রাজনৈতিক বাস্তবতায় সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বার্তাও দিয়েছে। বিশেষ করে রিপাবলিকান রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রভাব কতটা অটুট রয়েছে এবং ডেমোক্র্যাটরা কোথায় নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছে—সেসব প্রশ্নের আংশিক উত্তর মিলেছে এই নির্বাচনী রাতে।

সবচেয়ে বেশি নজর ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। গভর্নর গেভিন নিউসমের দুই মেয়াদের অবসানের পর দেশটির সবচেয়ে জনবহুল অঙ্গরাজ্যে তৈরি হয়েছে নেতৃত্বের শূন্যতা। সেই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল
২০০ জন অতিথির জন্য সুসজ্জিত ও প্রশস্ত পার্টি হলের ব্যবস্থা
Phone: 718-235-7876 & 718-362-4298
labonnofinedine@gmail.com
1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208
ডাইন ইন
টেক-আউট
ক্যাটারিং
পার্টি বুকিং
পরিবারের সাথে আরামদায়ক পরিবেশে এশিয়ান ফিউশন খাবারের একমাত্র ঠিকানা

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?
আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS
WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।
Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
AHMED LAW FIRM P.C.
www.ahmedattorneys.com
AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

আমরা বাংলা কথা বলি

- CAR ACCIDENTS
- CONSTRUCTION ACCIDENTS
- TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills   Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আসিফ মুর্তজা

জ্যামাইকার
আল মদিনা - AL MEDINA
হালাল লাইভ পোল্ট্রিতে বিশাল মূল্যছাড়
যে কোন ধরনের চিকেন ১০ টি কিনলে ৪ টি ফ্রি
৮ টি কিনলে ৩টি ফ্রি
৫ টি কিনলে ২টি ফ্রি
৩ টি কিনলে ১টি ফ্রি
Water Duck $15 each
Buy any 10 Get 4 Free
Buy 8 Get 3 Free
Buy 5 Get 2 Free
Buy 3 Get 1 Free
حلال
HALAL
অপারটি চলবে ২১ জুন ২০২৬ পর্যন্ত
আজই যোগাযোগ করুন
151-24 Beaver Road, Jamaica,
New York, 11433
Phone: 718-526-3333

1st AIDE
HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সম্পাদকীয়

বিশ্বকাপের বাঁশি বাজছে এক হচ্ছে পৃথিবী

আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। ১১ জুন পর্দা উঠছে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আসর ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশের অংশগ্রহণে, ১৬টি শহরজুড়ে এবং তিনটি দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই মহাযজ্ঞ। এটি শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়; এটি মানবসভ্যতার অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎসব।

বিশ্বকাপ এমন এক ঘটনা, যা চার বছর পরপর পৃথিবীকে নতুনভাবে একত্রিত করে। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভাজন অতিক্রম করে কোটি কোটি মানুষ একই আবেগে যুক্ত হয়। যে মানুষটি প্রতিদিন রাজনীতি নিয়ে তর্ক করেন, অফিসের চাপ সামলান কিংবা জীবনের নানা সংকট মোকাবিলা করেন, বিশ্বকাপের সময় তিনিও আবার ফিরে যান শৈশবের উচ্ছ্বাসে। একটি গোল, একটি জয় কিংবা একটি পরাজয় তখন ব্যক্তিগত অনুভূতির অংশ হয়ে ওঠে।

ফুটবলের এই অসাধারণ শক্তি অন্য কোনো খেলায় খুব কমই দেখা যায়। বিশ্বকাপ শুরু হলে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি শহর, প্রতিটি পাড়া, প্রতিটি পরিবারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে একটি বল। কেউ আর্জেন্টিনার সমর্থক, কেউ ব্রাজিলের, কেউ ফ্রান্সের, কেউবা স্পেন বা ইংল্যান্ডের। কিন্তু সমর্থনের পার্থক্য সত্ত্বেও সবাই একই উৎসবের অংশ।

এই বিশ্বকাপ আরও একটি কারণে বিশেষ। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশ অংশ নিচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্র আরও বিস্তৃত হচ্ছে। আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা কিংবা ওশেনিয়ার আরও বেশি দেশ নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকাপ ছিল তুলনামূলকভাবে সীমিত কয়েকটি শক্তিশালী ফুটবল জাতির প্রতিযোগিতা। নতুন এই কাঠামো ফুটবলকে আরও গণমুখী এবং বৈশ্বিক করে তুলবে।

তবে বিশ্বকাপের গুরুত্ব শুধু মাঠের খেলায় সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পর্যটন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। আয়োজক তিনটি দেশ কয়েক বছর ধরে স্টেডিয়াম, পরিবহন ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। লক্ষ লক্ষ পর্যটক এই আসরকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ করবেন। অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে এসে যুক্ত হয়েছেন এই আয়োজনে।

এক অর্থে বিশ্বকাপ আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় শান্তিপূর্ণ সমাবেশগুলোর একটি। এমন একটি সময়ে যখন পৃথিবী যুদ্ধ, সংঘাত, রাজনৈতিক বিভাজন এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন বিশ্বকাপ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রতিযোগিতা সংঘাতের বিকল্প হতে পারে। মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে।

ফুটবল আমাদের আরেকটি মূল্যবান শিক্ষা দেয়—জয় যেমন বাস্তবতা, পরাজয়ও তেমনি বাস্তবতা। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ৪৮টি দেশের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ট্রফি জিতবে মাত্র একটি দল। বাকিরা হারবে। কিন্তু সেই হার তাদের অর্জনকে মুছে দেয় না। বরং খেলাধুলার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এখানেই যে, ব্যর্থতা সত্ত্বেও মানুষ আবার নতুন স্বপ্ন দেখে, নতুন প্রস্তুতি নেয় এবং আবার মাঠে নামে।

এই শিক্ষা কেবল খেলাধুলার জন্য নয়; ব্যক্তি জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন ভিন্নমতকে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। পরাজয় মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অথচ খেলাধুলা আমাদের শেখায়, সম্মানের সঙ্গে হারতে জানাও এক ধরনের বিজয়।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্যও এবারের বিশ্বকাপ একটি বিশেষ উপলক্ষ। উত্তর আমেরিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত এই আসরে হাজার হাজার বাংলাদেশি দর্শক, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন। অনেকে সরাসরি মাঠে খেলা দেখবেন, কেউবা আয়োজনের অংশ হবেন পর্দার আড়ালে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতির অংশ হয়ে থাকবে।

একদিন হয়তো কোনো সন্তান তার বাবা কিংবা মায়ের কাছ থেকে শুনবে—"আমি ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম" অথবা "আমি সেই ম্যাচটি মাঠে বসে দেখেছিলাম।" ইতিহাসের বড় ঘটনাগুলো এভাবেই ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে মিশে যায় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গল্প হয়ে বেঁচে থাকে।

ফুটবলের এই বৈশ্বিক উৎসব সফল হোক, শান্তিপূর্ণ হোক এবং পৃথিবীকে আরও কিছু সুন্দর স্মৃতি উপহার দিক—এটাই প্রত্যাশা।

আমাদের শিশুদের কেন করুণ মৃত্যু হয়?

ডা. মিলন কিবরিয়া

শিশুর মৃত্যু শুধু তার পরিবারের বেদনার প্রসঙ্গ নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের ওপরেও অভিঘাত। সেখানে যদি দুর্ঘটনায় শিশুর প্রাণহানি হয়, প্রথমেই প্রশ্ন আসে– ত্রুটি কোথায়। মানব শিশুর পরিচর্যা শুধু জন্ম থেকে নয়; গর্ভাবস্থা থেকেই শুরু হয়। বিশ্বজুড়ে প্রায় অর্ধকোটি শিশু ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রাণ হারায়। তার প্রায় অর্ধেক নবজাতক। এই মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি মধ্য ও সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায়। বাংলাদেশে প্রতিবছর লক্ষাধিক শিশু জন্মের ৫ বছরের মধ্যে মারা যায় এবং তার দুই-তৃতীয়াংশই মারা যায় জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নবজাতক পর্যায়ে। এই দুই-তৃতীয়াংশের প্রায় অর্ধেক কমিউনিটিতেই মারা যায় এবং বাকি অর্ধেক মারা যায় হাসপাতালে বা পথিমধ্যে। এই নবজাতক অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করে জন্মের সাত দিনের মধ্যে।

সন্দেহ নেই, এর সব মৃত্যুই অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এর অধিকাংশ মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব। তিনটি ধাপেই আমাদের আরও মনোযোগ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস করা যায় প্রসব-পূর্ববর্তী, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা প্রদানের মাধ্যমে। বিশ্বের ১০টি দেশে এক হাজার নবজাতকের মধ্যে দুজনের কম মারা যায়। অথচ আমাদের দেশে এই সংখ্যা ২০-২২ জন।

দেশে নবজাতকদের মৃত্যুর মূল কারণ অপরিণত জন্মগ্রহণ, প্রসবকালীন জটিলতা, প্রসব-পরবর্তী সংক্রমণ বা সেপসিস, ফুসফুসের সংক্রমণ বা নিউমোনিয়া এবং শ্বাসকষ্ট। প্রতিরোধযোগ্য এসব কারণে শিশুমৃত্যু আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ও গুরুতর ত্রুটি নির্দেশ করে।

অসুস্থ নবজাতকের জন্য সবসময় প্রয়োজন হয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা। এই সেবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলন রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রাথমিক সেবা প্রদান করা হয় নবজাতকের বিশেষ পরিচর্যা ইউনিটে (স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট- এসসিএএনইউ, সংক্ষেপে স্ক্যানু)। গুরুতর ও সংকটাপন্নদের সেবা প্রদান করা হয় নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ)।

দেশের সব জেলা হাসপাতালে এখন পর্যন্ত স্ক্যানু (এসসিএএনইউ) স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি দেশের সব সরকারি মেডিকেল কলেজে এনআইসিইউ নেই। দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লাখ জীবিত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। তাদের মধ্যে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ২২ জন হিসাবে প্রায় ২০০ জনের জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে বিশেষ পরিচর্যায় এনআইসিইউ প্রয়োজন। বছর হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন লাখ। কিন্তু দেশে মোট এনআইসিইউ শয্যাসংখ্যার সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে অনুমিত সংখ্যা ১০০০-১৫০০। এ সংখ্যা যে একেবারেই অপ্রতুল, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এনআইসিইউর পরিসর, সেই পরিসরে শয্যাসংখ্যা, যন্ত্রপাতির ধরন ও সংখ্যা, পোশাক, আচরণবিধি এবং অন্যান্য সুবিধার বিষয়ে মানসম্মত নির্ধারক আছে। তা যে সর্বতোভাবে মেনে চলা হচ্ছে, এমনটি মনে করার উপায় নেই। দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে এমনিতেই চিকিৎসকের সংখ্যা কম। সেই হিসাবে নবজাতক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ যে খুবই কম, তা অনুমেয়। চিকিৎসকদের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সহায়ক জনবল যেমন নার্স ও অন্যান্য টেকনিশিয়ান। দেশে এমনিতেই রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ডাক্তারের তুলনায় কম। এনআইসিইউতে সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা যে কম, তা বলা বাহুল্য। এনআইসিইউ যেহেতু একটি উচ্চ মানসম্পন্ন বিশেষায়িত সেবা সেখানে প্রশিক্ষিত জনবলের কোনো বিকল্প নেই এবং তা

> হামের প্রাদুর্ভাব আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতাকে আরও একবার সামনে এনেছে। বিশেষত টিকাদান এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে আমাদের সাফল্য সত্ত্বেও শিশুদের অসহায় ও করুণ মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ আমরা হাম জটিলতায় আক্রান্ত মরণাপন্ন শিশুদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারিনি। এই সবই আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবহেলার খণ্ড চিত্র মাত্র।

চিকিৎসক থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতাকর্মী সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই সঙ্গে নির্মম সত্য হচ্ছে, এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করার মতো জনবল সরকারের নেই। তাই মানহীন এনআইসিইউর অভিযোগ সবসময়ই হচ্ছে। এমনকি অনুমোদন নিয়েও সন্দেহ আছে।

সম্প্রতি আদ্-দ্বীন হাসপাতালে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছয়জন নবজাতকের মৃত্যু আমাদের কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে– যে কক্ষে নবজাতকরা অবস্থান করছিল, তা হাসপাতালের সঠিক নিয়ম মেনে নির্মিত ছিল কিনা। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে কোনো ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা ছিল না। বদ্ধ ঘরে এসি বন্ধ থাকলে; বায়ু চলাচলের কোনো উপায় না থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হওয়া অসম্ভব নয়। এরই মধ্যে একজন নবজাতককে এনআইসিইউতে নেওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফেরত আনা হয়। কিন্তু সেই সময় কেউই ওই কক্ষের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেননি। ভোরের দিকে সেখানে অবস্থানরত ছয় শিশুরই শ্বাসকষ্ট ও বমি ভাব দেখা দেয়। তাদের এনআইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। তাদের একজন আগের কক্ষেই মারা যায়। এনআইসিইউতে দুইজনকে মৃত শনাক্ত এবং বাকি চারজনকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়। কিন্তু এই চারজনও মারা যায়। কী কারণে এই মৃত্যু, তা তদন্তাধীন।

আশ্চর্যের বিষয়, তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ময়নাতদন্তই করা হয়নি। যে কোনো যুক্তিতেই তা নিয়মের গুরুতর ব্যত্যয়। এনআইসিইউতে কোনো পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা, আমরা এখনও জানি না। এনআইসিইউ সব নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছিল কিনা, তাও অজানা।

এখন আমাদের শিশুরা অনেকভাবেই অনিরাপদ। এবারের হাম বিপর্যয় আরেকটি বিষয় আমাদের সামনে নগ্নভাবে উন্মোচন করেছে। সেটি পিআইসিইউ (পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট), যা শিশুর বয়স ২৮ দিন অতিক্রম করলে প্রয়োজন হয়। হাম ও হাম-সদৃশ উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত ৭০ হাজারের বেশি শিশু আক্রান্ত এবং মৃত্যুবরণ করেছে সাড়ে পাঁচশর বেশি শিশু। এই শিশু সবার বয়স ২৮ দিনের বেশি। অথচ দেশে পিআইসিইউর সংখ্যা নগণ্য। ফলে যেসব শিশুর পিআইসিইউর দরকার হয় তাদের ভাগ্য ও করুণ পরিণতির ওপর নির্ভর করতে হয়। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও বিভিন্ন তথ্য থেকে ধারণা করা যায়, দেশে পিআইসিইউর মোট শয্যাসংখ্যা ২০০-এর বেশি হবে না।

হামে আক্রান্ত শিশুদের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় ভেন্টিলেটরের অভাবের দিকটি আলোচনায় এসেছে। একই সঙ্গে এই বিষয়টিও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে, পর্যাপ্ত সহায়ক লজিস্টিক ও যথাযথ প্রশিক্ষিত জনবল ব্যতীত তা সম্যক কার্যকর হবে না।

হামের প্রাদুর্ভাব আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতাকে আরও একবার সামনে এনেছে। বিশেষত টিকাদান এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে আমাদের সাফল্য সত্ত্বেও শিশুদের অসহায় ও করুণ মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ আমরা হাম জটিলতায় আক্রান্ত মরণাপন্ন শিশুদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারিনি। এই সবই আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবহেলার খণ্ড চিত্র মাত্র। দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এবং মোট দেশজ উৎপাদনের ১ শতাংশ, যেখানে সুপারিশ ৫ শতাংশ। এর পর আছে অনিয়ম, দুর্নীতি। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ, স্বচ্ছতা কম হলে তার নির্মম শিকার হবে দেশের দরিদ্র অসহায় মানুষ এবং তাদের ছোট্ট শিশুটিও। এর দায় রাষ্ট্র কীভাবে এড়াবে? এত অধিক শিশুর মৃত্যুর ওজন কি রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে না?

লেখক: **বক্ষব্যাধি সার্জারি বিশেষজ্ঞ**

জুলাইয়ের ব্যাপারে হিসাব ক্লিয়ার

কাকন রেজা

প্রিয়জন মুবাশ্বার হাসান সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আমার হিসাব ক্লিয়ার। আমার রাজনৈতিক কিবলা জুলাই। জুলাই এবং জুলাই।' তাকে কেউ ছবক দিতে যাবেন না আবার। একজন গুমের শিকার মানুষকে ছবক দেওয়ার নৈতিকতা আছে কি না, সেটা আগে ভেবে দেখবেন। তারপর ভেবে দেখবেন মুবাশ্বারকে ছবক দেওয়ার যোগ্যতা আপনার আছে কি না।

ভাই মুবাশ্বার, একদম। আমাদের মত-পথ আলাদা থাকতে পারে কিন্তু সব পথের গন্তব্য এক। সেই গন্তব্য হলো জুলাই রেভল্যুশন। এর বাইরে বাংলাদেশপন্থীদের কোনো পরিচিতি নাই। সুতরাং আমরা মতের বিতর্ক করি মুখের ভাষায়। এই ভাষা যখন শারীরিক হয়ে উঠবে, তখন আমরাও ফ্যাসিস্ট হওয়ার পথে পা বাড়াব। তখন আমাদের বাধ্য হয়েই ফ্যাসিস্টের সাথে ঐক্য করতে হবে এবং ফ্যাসিজম লাভ করবে নবজন্ম। দুই হাজার মানুষ এই নবজন্মের জন্য প্রাণ দেয়নি। ত্রিশ হাজার মানুষ এজন্য আহত হয়নি। পাঁচশর ওপর মানুষ এজন্য চোখ হারায়নি।

এই যে আমরা ক্ষমতায়, এই যে আমরা বিরোধী দলে, এর কৃতিত্ব কিন্তু জুলাইয়ের। ছত্রিশে জুলাই না হলে এসব কিছুই থাকত না। কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, এর বাইরে কোনো কথা নাই, আলাপ নাই, বয়ান নাই। যারা এর বাইরে বয়ান তৈরি করবে, তাদের কিবলা দিল্লি। ঢাকা নয়। হিসাব পরিষ্কার।

দুই

ফ্যাসিজমের ফ্যান-ফলোয়ারগণ দেখলাম একটা কথা খুব ছড়ানোর চেষ্টা করছে যে, জুলাইয়ে জেনারেশন জেড তথা জেন-জিদের নাকি ক্যাপ্টাগন নামের একটি ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল, ফলে তারা ছিল ক্লান্তি ও ভয়হীন। ফ্যাসিস্টদের কয়টা প্রোপাগান্ডা পেজ থেকে এসব কথা ছড়ানো হচ্ছে। সাথে ছড়ানো হচ্ছে আমেরিকার টাকায় জুলাই রেভল্যুশন সংগঠিত এবং সংঘটিত হয়েছে। পান্না নামক 'ছিনিয়ার সাংবাদিক'কেও দেখলাম বসুন্ধরা গ্রুপের একটি মাধ্যমের টকশোতে এ বিষয়ে কথা বলতে। অবশ্য বিএনপির এমপি এবং বিপ্লবী মানুষ বাবুল ভাই পান্না সাহেবের লাগাম টেনেছেন। পান্না সাহেব জুলাই বিপ্লবীদের 'সো-কল্ড' বলেছিলেন। একে গালি দেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা আর রুচিতে বাধে বলে দিলাম না। যা দেওয়ার বাবুল ভাই-ই দিয়েছেন।

যাকগে আসি ড্রাগ ক্যাপ্টাগনের বিষয়ে। তারও আগে আসি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত মাদক ইয়াবার কথায়। এই ড্রাগটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার বানিয়েছিলেন তার সৈনিকদের জন্য, যাতে তারা দীর্ঘসময় ক্লান্তিহীন যুদ্ধ করতে পারে। অর্থাৎ এটার অফিশিয়াল জনক হলো হিটলার, নাৎসিদের নেতা। সাতদিন পর্যন্ত না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে পারবে সৈন্যরা—এমন চিন্তায় ইয়াবা দেওয়া হয়েছিল জার্মান সৈন্যদের। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। অনেক সৈন্যই যুদ্ধের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশেও যারা ইয়াবা খায়, তাদের অবস্থা তো আমাদের চোখের সামনেই, পুরাই বাতিল মাল। ক্যাপ্টাগনও তাই। দুটোর কাজের ধরনও তাই। পরিণতিও এক।

এই ক্যাপ্টাগনকেই ফ্যাসিজমের প্রোপাগান্ডা মেশিন, জুলাইয়ের নিয়ামক হিসেবে প্রচার করতে চাইছে। এই ছাগলগুলোকে বলি, ক্যাপ্টাগন খেলে সাতদিন ঘুম হয় না, ক্ষুধা থাকে না, অপ্রকৃতিস্থ থাকে। ছাগলগুলো কি শহিদ আনাসের চিঠি পড়েছে, ক্যাপ্টাগনের মতন ড্রাগ নেওয়ার পর এমন চিঠি লেখা সম্ভব! আমাদের বাচ্চারা জুলাইয়ে আন্দোলন করেছে, ঘরে ফিরে ঘুমিয়েছে, খেয়েছে পরদিন আবার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আমাদের বাচ্চারা গ্রাফিতি এঁকেছে, ছাগলদের বলি ক্যাপ্টাগন খেয়ে যুদ্ধ করা যায়, গ্রাফিতি আঁকা যায় না। গান গাওয়া যায় না, কবিতা আবৃত্তি করা যায় না। আমাদের বাচ্চারা ছত্রিশ দিন আন্দোলন করেছে, সেই আন্দোলনে যেমন প্রতিরোধ ছিল, তেমনি ছিল গ্রাফিতি, কবিতা, গান। এগুলো ক্যাপ্টাগনের কাজ নয়, হিসাব ক্লিয়ার।

পান্নার মতন 'ছিনিয়ার সাংবাদিকদের' কথায় আসি। এরা মূলত লজ্জাহীন। দুই কানকাটা। এরা এখন পথের মধ্য দিয়েই যাবে। এরা মূলত ডগম্যাটিক। এদের আলাপে তর্ক থাকে বিতর্ক থাকে না। হজরত আলী (রা.) এর একটি কথা হুমায়ূন আহমেদ বলতেন, 'তোমরা তাদের সাথে তর্ক করো না, তারা তোমাদের তাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে এবং হারিয়ে দেবে'। সত্যি তাই, আপনি তাদের পর্যায়ে নামলে আপনার লজিক হারাবে, কারণ তারা লজিক্যাল না, লজিক হারালে আপনি হারবেন। লজিকহীনদের থামাতে হয় ধমকে। যেমন থামিয়েছেন বাবুল ভাই। তবে সর্বোত্তম হলো, মাওলানা রুমির পথ ধরা। রুমি বলে গেছেন, 'উপেক্ষার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই'। সুতরাং পান্নাদের উপেক্ষা করি। যারা পান্নাদের উপেক্ষা না করে টকশোতে আনে, তাদের টকশোগুলোও উপেক্ষা করি।

CHURCH MCDONALD 2005 MANCHESTER BUSINESS ASSOCIATION CMBBA
CHURCH-MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
(Little Bangladesh)
16th Brooklyn Street Fair
পথ মেলা -২০২৬
Saturday June 6th, 2026
CMBBA
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ আকর্ষনীয় পুরস্কার
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলিন মেলা
McDonald Ave
(Between Church Ave & Ave C)
Brooklyn, NY 11218
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
Mehedi Hasan Symon
929-331-3565
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Rafiqul Islam Patwary
President
917-217-5040
Megazine
Chief Editor:
M Ali
Editor
Mir Kasham
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
সহযোগিতায়
BANGLADESHI AMERICAN FRIENDSHIP SOCIETY OF NEW YORK INC
বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক ইনক

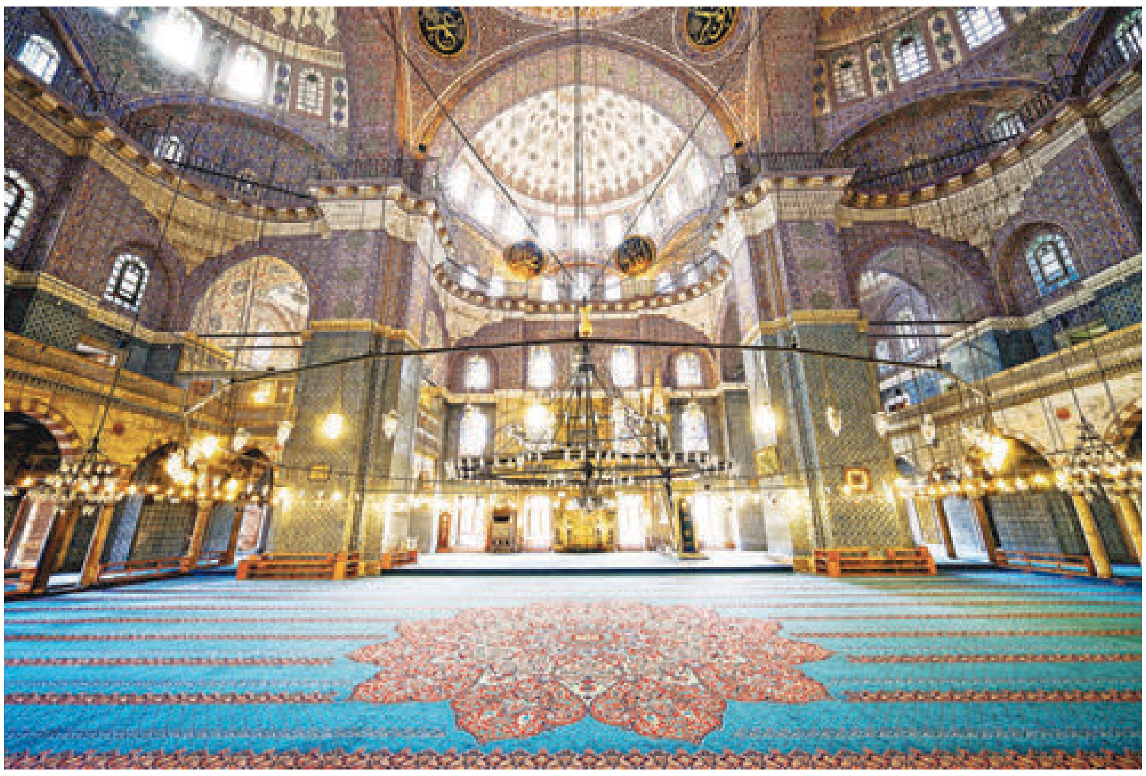

অন্তরকে মসজিদমুখী করার উপায়

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন এক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যেখানে প্রতিনিয়ত ঈমান ও নফসের মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে। দুনিয়ার চাকচিক্য, সম্পদের মোহ, ক্ষমতার আকর্ষণ, সামাজিক ব্যস্ততা এবং প্রযুক্তির অবিরাম বিভ্রান্তি মানুষের অন্তরকে ধীরে ধীরে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এক সময় মানুষ নিজের অজান্তেই এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার দিন কাটে নানা ব্যস্ততায়, কিন্তু হৃদয়ে রবের স্মরণ থাকে না; মুখে ঈমানের দাবি থাকে, কিন্তু আত্মা থাকে শূন্য ও বিবর্ণ। অথচ মানুষের প্রকৃত প্রশান্তি, সত্যিকারের সুখ এবং আত্মার আরাম কেবল আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই নিহিত।

এই আত্মিক শূন্যতা দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে কিছু বিশেষ স্থান নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো মানুষের হৃদয়কে পুনরায় জীবন্ত করে তোলে। সেই স্থানগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মসজিদ। মসজিদ শুধু ইট, বালু, সিমেন্ট ও পাথরের তৈরি একটি ভবনের নাম নয়; বরং এটি ঈমানের প্রাণকেন্দ্র, তাকওয়ার বিদ্যালয়, রূহের হাসপাতাল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এখানে এসে একজন বান্দা দুনিয়ার সকল কোলাহল ভুলে গিয়ে সিজদার মাধ্যমে তার রবের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে। এখানেই গুনাহে ভারাক্রান্ত হৃদয় প্রশান্তি খুঁজে পায়, অশান্ত আত্মা স্বস্তি লাভ করে এবং বিভ্রান্ত মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন, সাহাবায়ে কেরামের জীবন এবং সালাফে সালেহীনের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তাদের জীবন ও মসজিদ ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মসজিদ ছিল তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিচারালয়, পরামর্শকেন্দ্র, সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র এবং সর্বোপরি ইবাদতের প্রাণকেন্দ্র। তারা মসজিদ ছাড়া জীবন কল্পনাই করতে পারতেন না। আযানের ধ্বনি তাদের হৃদয়ে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করত যে, সমস্ত দুনিয়াবী ব্যস্ততা তুচ্ছ মনে হতো।

আজ আমাদের সমাজে মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অনেক মানুষের হৃদয়ে মসজিদের প্রতি সেই টান দেখা যায় না। আযান হয়, কিন্তু অন্তর সাড়া দেয় না; জামা'আত শুরু হয়, কিন্তু পা এগিয়ে যায় না; মসজিদ চোখের সামনে থাকে, কিন্তু হৃদয় থাকে দূরে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা প্রয়োজন—কীভাবে আমরা আমাদের হৃদয়কে পুনরায় মসজিদমুখী করতে পারি? কীভাবে এমন এক অবস্থায় পৌঁছতে পারি, যেখানে মসজিদ হবে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় স্থান এবং আযানের ধ্বনি হবে আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে মধুর আহ্বান?

অন্তর মসজিদমুখী হওয়া বলতে শুধু দৈহিকভাবে মসজিদে উপস্থিত হওয়াকে বোঝায় না। বরং এর অর্থ হলো মসজিদের প্রতি এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া, যার কারণে মানুষ মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরও পুনরায় সেখানে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। তার হৃদয় পরবর্তী আযানের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল থাকে। সে অনুভব করে যে, পৃথিবীর সব কাজ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার সুযোগ অপেক্ষা করে না। এই অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের লক্ষণ এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন।

অন্তরকে মসজিদমুখী করার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো মসজিদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। মানুষ সাধারণত সেই জিনিসকেই ভালোবাসে, যার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সে অবগত থাকে। যখন একজন মুসলিম জানতে পারে যে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ, তখন তার হৃদয়ে

> পৃথিবীর সব সম্পর্ক একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই সম্পর্ককে দৃঢ় করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো মসজিদ।

স্বাভাবিকভাবেই মসজিদের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্ম নেয়। যখন সে উপলব্ধি করে যে মসজিদে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং গুনাহ ক্ষমা করেন, তখন তার কাছে মসজিদের পথ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পথে পরিণত হয়।

একইভাবে জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। একজন মানুষ যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে সাতাশ গুণ লাভের সুযোগ পায়, তবে সে কখনো সেই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। অথচ জামা'আতে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম একাকী ছালাতের তুলনায় সাতাশ গুণ বেশি প্রতিদান লাভ করতে পারে। কয়েক মিনিটের এই কষ্টের বিনিময়ে যে অমূল্য পুরস্কার লাভ করা যায়, তা উপলব্ধি করতে পারলে মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

অন্তরকে মসজিদমুখী করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়মিত আমল করা। অনেক মানুষ একসাথে বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে এবং কিছুদিন পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো ধারাবাহিকতা। তাই প্রথমে ফজর ও এশার জামা'আতকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য ওয়াক্তের ছালাত যুক্ত করা যেতে পারে। এভাবে অল্প অল্প করে মসজিদের সাথে সম্পর্ক গভীর হলে একসময় তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

মসজিদের পরিবেশকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন একজন মুসলিম মসজিদের নীরবতা, কুরআনের তিলাওয়াত, যিকিরের ধ্বনি এবং সিজদার প্রশান্তি অনুভব করতে শেখে, তখন তার অন্তরে এমন এক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, যা দুনিয়ার কোনো বিনোদন বা ভোগ-বিলাস দিতে পারে না। ধীরে ধীরে মসজিদ তার কাছে কেবল একটি ভবন নয়, বরং আত্মার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়।

অলসতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করাও অপরিহার্য। শয়তান কখনো সরাসরি মানুষকে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায় না; বরং ধীরে ধীরে তাকে মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আজ এক ওয়াক্ত ছুটে যায়, কাল দুই ওয়াক্ত, তারপর ধীরে ধীরে জামা'আতের গুরুত্ব হৃদয় থেকে মুছে যেতে শুরু করে। তাই আযান শোনামাত্র দেরি না করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

এছাড়াও মসজিদমুখী বন্ধু নির্বাচন করা অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম। ভালো বন্ধু মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, ছালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করে। অনেক সময় একজন নেককার বন্ধুর একটি ফোন কল বা একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়াই একজন মানুষকে বছরের পর বছর জামা'আতের সাথে যুক্ত রাখতে পারে।

সন্তানদের মসজিদমুখী করে গড়ে তোলাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিশুদের হৃদয় কোমল ও গ্রহণক্ষম। ছোটবেলা থেকেই তাদের মসজিদের পরিবেশের সাথে পরিচিত করাতে পারলে তারা ভবিষ্যতে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বড় হবে। যে ঘরের সন্তানরা মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেই ঘরে ঈমানের আলো দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

উপসংহার

মসজিদ একজন মুমিনের জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এটি এমন একটি স্থান, যেখানে মানুষ তার রবের সাথে সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। পৃথিবীর সব সম্পর্ক একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই সম্পর্ককে দৃঢ় করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো মসজিদ।

অতএব আমাদের উচিত মসজিদকে কেবল ছালাত আদায়ের স্থান হিসেবে না দেখে ঈমানের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা। আযানের ধ্বনি শোনার সাথে সাথে যেন আমাদের হৃদয় সাড়া দেয়, মসজিদের পথ যেন আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পথ হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর ঘর যেন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। যে হৃদয় মসজিদের সাথে যুক্ত হয়, সে হৃদয় আল্লাহর সাথেও যুক্ত হয়ে যায়। আর যে হৃদয় আল্লাহর সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই রয়েছে সফলতা, শান্তি এবং চিরস্থায়ী মুক্তি।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।

মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মেহেদী হাসান

মানুষ পৃথিবীতে আগমনের পর থেকেই একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? মৃত্যুর পরে কী হবে? এই প্রশ্নগুলো কেবল সাধারণ মানুষের নয়; বরং যুগে যুগে দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং জ্ঞানীরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করেছেন। কিন্তু মানুষের সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাকে কখনোই এই প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। ফলে কেউ জীবনকে কেবল ভোগ-বিলাসের মাধ্যম মনে করেছে, কেউ ক্ষমতা অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছে, আবার কেউ সম্পদ ও খ্যাতির পিছনে ছুটে চলাকেই সফলতার মানদণ্ড ভেবেছে।

কিন্তু ইসলাম মানুষের সামনে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদর্শন উপস্থাপন করে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, মানুষের জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়, তার সৃষ্টি অনর্থক নয় এবং তার পৃথিবীতে আগমন নিছক একটি দুর্ঘটনা নয়। বরং মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তের সাথে জড়িয়ে আছে এক মহৎ দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।

আজকের পৃথিবীতে মানুষ যতই উন্নত প্রযুক্তি, বিলাসবহুল জীবনযাপন কিংবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অধিকারী হোক না কেন, যদি সে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যায়, তবে তার জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন তার অন্তরে সৃষ্টি হয় শূন্যতা, অস্থিরতা ও হতাশা। কারণ মানুষের আত্মা কেবল বস্তুগত উন্নতিতে তৃপ্ত হয় না; বরং সে খুঁজে ফেরে তার রবের পরিচয়, জীবনের অর্থ এবং চূড়ান্ত গন্তব্যের নিশ্চয়তা।

একজন মুসলিমের জীবন তাই শুধুমাত্র খাওয়া, ঘুমানো, অর্থ উপার্জন, পরিবার গঠন কিংবা সামাজিক মর্যাদা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার জীবন একটি বৃহত্তর মিশনের অংশ। সে পৃথিবীতে এসেছে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য, তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য, মানবজাতির কল্যাণ সাধন করার জন্য এবং নিজের আমলের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আল্লাহমুখী। তার শিক্ষা, কর্মজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক কর্মকাণ্ড, এমনকি তার আনন্দ-বেদনা পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। এ কারণেই ইসলামে দুনিয়া ও আখিরাতকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করা হয় না; বরং দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, সে কখনো পথহারা হয় না। দুনিয়ার বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখ কিংবা ব্যর্থতা তাকে ভেঙে দিতে পারে না। কারণ সে জানে, তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল সাময়িক দুনিয়াবী সাফল্য নয়; বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করা। কেননা যে ব্যক্তি নিজের গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন, তার পথচলা হয় সুসংগঠিত ও অর্থবহ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, সে দুনিয়ার মোহে বিভ্রান্ত হয়ে প্রকৃত সফলতা থেকে বঞ্চিত হয়।

মুসলিম জীবনের সর্বপ্রথম, সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি জিন ও মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (সূরা যারিয়াত : ৫৬)।

এই একটি আয়াত মুসলিম জীবনের সমগ্র দর্শনের ভিত্তি। কারণ এটি মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, তার অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য কোনো পার্থিব অর্জন নয়; বরং তার স্রষ্টার দাসত্ব করা। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, ইবাদত বলতে কেবল ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত কিংবা মসজিদকেন্দ্রিক কিছু আমলকে বোঝায়। বাস্তবে ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের পরিধি এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত।

যখন একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবিকা উপার্জন করে, পরিবারকে ভরণ-পোষণ দেয়, মানুষের উপকার করে, সন্তানদের দ্বীনের শিক্ষা দেয়, সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে—তখন এগুলোও ইবাদতে পরিণত হয়। এমনকি একজন ব্যক্তি যদি হালাল নিয়তে আহার করে, বিশ্রাম গ্রহণ করে কিংবা বৈধভাবে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে, তবুও সে নেকী লাভ করতে পারে।

ইসলাম মানুষের জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করে না। এখানে মসজিদ ও বাজার, দুনিয়া ও আখিরাত, ইবাদত ও কর্মজীবনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং একজন প্রকৃত মুমিন তার সমগ্র জীবনকে ইবাদতে পরিণত করে ফেলে। তার হৃদয় সর্বদা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকে এবং তার সকল কাজ পরিচালিত হয় আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে।

এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে, সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। একজন মানুষের নিয়তই তার সাধারণ কাজকে অসাধারণ ইবাদতে পরিণত করতে পারে।

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এই ইবাদতের প্রাণ। কারণ যে ইবাদত আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত নয়, তা আল্লাহর

নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। পৃথিবীতে আগত সকল নবী ও রাসূল তাদের জাতিকে সর্বপ্রথম এই তাওহীদের দাওয়াতই দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

অতএব একজন মুসলিমের প্রকৃত পরিচয় হলো সে আল্লাহর বান্দা। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আল্লাহর নির্দেশনার অধীন। সে নিজের প্রবৃত্তি, সমাজ কিংবা মানুষের মনোবাসনার অনুসরণ না করে আল্লাহর আদেশকে প্রাধান্য দেয়। আর এভাবেই সে তার জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য পূরণ করে।

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

এই অর্জন ব্যক্তি বা সরকারের নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুধু কূটনৈতিক সাফল্য নয়, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদারও বড় স্বীকৃতি। এই অর্জনের জন্য অভিনন্দন বাংলাদেশকে। অভিনন্দন ড. খলিলুর রহমানকে।

আসলে এটি কোনো ব্যক্তি, দল বা সরকারের একক সাফল্য নয়; এটি বাংলাদেশের অর্জন। দেশের ভেতরে কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি বাংলাদেশির গর্ব করার মতো একটি মুহূর্ত। ড. খলিলুর রহমানের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল। একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত কূটনীতিক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সম্মান অর্জন করেছেন। এই ঘটনাটি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ১৯৮৬ সালে।

তখন আমরা দেশে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আন্দোলনে সক্রিয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন জেনারেল এরশাদ। সেই সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আরেক কিংবদন্তি কূটনীতিক হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। সেই বছরও বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদ লাভ করেছিল। তবে তখন নির্বাচন হয়নি। এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ একক প্রার্থী হওয়ায় হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ধ্বনিভোটে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। আমরা তখন রাজপথে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সামরিক সরকারের মন্ত্রী হওয়ায় তাঁর বাড়িতেও হামলার ঘটনা ঘটেছিল। রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। সিলেটের আদালত পয়েন্টে এক সভায় আমরা বলেছিলাম—“এ অর্জন কোনো ব্যক্তি বা সরকারের নয়, এ অর্জন বাংলাদেশের।” চার দশক পর সেই কথাটিই আবার মনে পড়ছে।

হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী যখন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসেন, তখন তিনি সরকারবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছাত্রলীগের মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, সাংবাদিক ওয়াহিদ খানসহ বিভিন্ন মতের কয়েকজনকে সফরসঙ্গী করেছিলেন। রাজনৈতিক বিভাজন তখনও ছিল, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে উদারতার একটি সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর সেই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছিল।

সময়ের সঙ্গে রাজনীতির ভাষাও বদলেছে। একসময় আমরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে ‘পিঠের চামড়া তুলে নেব’ ধরনের স্লোগান দিতাম। আজ সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি আর নেই। এখন পিটের সামনের দিকে বা পেছনের দিকের অনেক নিচের এলাকা লক্ষ করে স্লোগান দেয়া হয়। শালীনতার সীমারেখাও অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগ দেন, জাতীয় সংসদের স্পিকার হন এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে বিদায় নেন। ইতিহাসের সেই স্মৃতি থেকে বর্তমানের এই অর্জনের দিকে ফিরে আসা যাক।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচন বিশ্ব কূটনীতির অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রক্রিয়া। ভৌগোলিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জাতিসংঘের পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রুপের মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই পদ বণ্টন করা হয়। বাংলাদেশ এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের সদস্য। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এই গ্রুপ থেকে এখন পর্যন্ত ১৯ জন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয় হলো, এই গ্রুপ থেকে দুইবার সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমবার ১৯৮৬ সালে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। দ্বিতীয়বার ২০২৬ সালে ড. খলিলুর রহমান। তবে দুই নির্বাচনের চরিত্র ছিল ভিন্ন।

পাকিস্তান একবার এই পদে নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে, মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের মাধ্যমে। আফগানিস্তান ১৯৬৬ সালে আব্দুল রহমান পাজওয়াককে এবং শ্রীলঙ্কা ১৯৭৬ সালে হ্যামিল্টন শার্লি আমারাসিংহেকে সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দেখেছে।

ভারতের চিত্র আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্র, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভারত মাত্র একবার এই পদে আসীন হয়েছে। ১৯৫৩ সালে বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম নারী সভাপতি। এরপর সাত দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ভারত আর এই পদে ফিরে আসতে পারেনি।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৫৪টি সদস্য দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান কিংবা অন্যান্য বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র যেখানে একবার করে সুযোগ পেয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের দুইবার সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ কূটনৈতিক অর্জন। এটি প্রমাণ করে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান, বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা এবং বৈশ্বিক আস্থার ভিত্তি কতটা শক্তিশালী।

বিশ্বরাজনীতির উত্তাল এক সময়ে আবারও জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আলোচনার টেবিলে একজন বাংলাদেশি সভাপতির আসনে বসবেন। এটি বাংলাদেশের পতাকার জন্য একটি সম্মানের আসন। আর সেই কারণেই, ১৯৮৬ সালে যেমন বলেছিলাম, আজও একই কথা বলতে চাই— এই অর্জন কোনো ব্যক্তি বা সরকারের নয়; এই অর্জন বাংলাদেশের।

সেনা না মরলে যুদ্ধবিরতি ভাঙবেন না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপসাগরের কেশম দ্বীপে মার্কিন বাহিনী পাল্টা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও হোয়াইট হাউস বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। কারণ, সর্বশেষ হামলাগুলোতে কোনো মার্কিন সেনা নিহত হননি।

ফেব্রুয়ারিতে সংঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৫ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ৫৪৩ জন আহত হয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান হিসাব-নিকাশ বলছে, ওই সংখ্যা আর না বাড়লে কূটনীতির দরজা অন্তত খোলা রাখা সম্ভব।

এই বাস্তবতার মধ্যেই বুধবার কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এমন একটি মন্তব্য করলেন, যা ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। “যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমরা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে নেই,”—কংগ্রেসনাল শুনানিতে বলেন রুবিও।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ সামরিক অভিযান ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং ঘোষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’-এ, যার লক্ষ্য হরমুজ প্রণালীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল নিরাপদ রাখা।

কিন্তু রুবিওর এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কুয়েতে আবারও ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে—যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে, তাহলে এখনও কেন মিসাইল উড়ছে? কংগ্রেসে রুবিও আরও বলেন, “আমরা নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করতে চাই না। আমরা একটি বড় যুদ্ধ ঠেকাতে চাই।” এরপর ইরানের ক্ষয়ক্ষতির দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, “ইরান মোটামুটি ভালোই আছে”—যা শুনানিকক্ষে উপস্থিত অনেকের কাছেই তীব্র ব্যঙ্গ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

বাস্তবতা হলো, ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই নিহত হওয়ার পর থেকে দেশটির সামরিক কাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা—অনেক কিছুই ধ্বংস হয়েছে।

রুবিওর দাবি, ইরানের সামরিক সক্ষমতা এখন আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল। তবে একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, তেহরান এখনও প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারায়নি। সংঘাত এখন চতুর্থ মাসে প্রবেশ করেছে। অথচ যুদ্ধের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা বলেছিলেন, এই অভিযান ছয় সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হবে না।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় দুই সপ্তাহের একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। ইসলামাবাদে আলোচনা হয়। প্রত্যাশা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সমঝোতা চুক্তির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো চুক্তি হয়নি। বরং ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়িয়ে দেন, একই সঙ্গে ইরানের ওপর নৌ অবরোধ বহাল রাখেন।

এরও আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছিলেন, চুক্তি “প্রায় সম্পন্ন” এবং “খুব শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।” কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে তথাকথিত ‘আত্মরক্ষামূলক’ হামলা চালায়। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিকে যুদ্ধবিরতি বলা হলেও বাস্তবে এটি অনেকটা গোলাগুলির মাঝখানে একটি বিরতির মতো।

আলোচনার টেবিলেও অচলাবস্থা কাটেনি। ওয়াশিংটনের তিনটি প্রধান শর্ত হলো—ইরানকে উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত হস্তান্তর করতে হবে, পারমাণবিক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করতে হবে এবং হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের জন্য স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে।

অন্যদিকে তেহরানের দাবি, সব অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে, তাদের বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচিকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং লেবাননে ইসরায়েলি সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে। সবচেয়ে বড় জট তৈরি হয়েছে লেবানন প্রশ্নে। ট্রাম্প প্রশাসন চায় ইরান ইস্যু ও লেবানন ইস্যু আলাদাভাবে আলোচনা হোক। কিন্তু তেহরান বলছে, দুটি বিষয় একসঙ্গে সমাধান না হলে কোনো চুক্তিই সম্ভব নয়।

ট্রাম্প বলছেন চুক্তি আসন্ন। রুবিও বলছেন যুদ্ধ শেষ। ইরানের কর্মকর্তারা বলছেন আলোচনায় কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। কুয়েত, বাহরাইন ও উপসাগরীয় অঞ্চলের আকাশ এখনও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের শব্দে কাঁপছে।

যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে হয়তো থেমে আছে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে এখনও শান্তি ফেরেনি।

ইরান যুদ্ধ বন্ধে কংগ্রেসে প্রস্তাব পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্যরা, যাদের মধ্যে ট্রাম্পের নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

এর মধ্যে অন্তত চারজন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার পর মোট ২১৫ ভোট পেয়ে নতুন বিলটি পাস হয়। অন্যদিকে, বিলের বিপক্ষে ভোট পড়েছিল ২০৮টি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধে জড়ানোর ক্ষমতা কমানোর জন্য হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে এটি চতুর্থ প্রচেষ্টা। তবে, বিল পাস হলেও সেটি বাস্তবায়ন করতে হলে এখনও মার্কিন সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন হবে,আর সিনেট বর্তমানে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সবমিলিয়ে নতুন প্রচেষ্টাটি ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কী-না, সেটি এখুনি নিশ্চিত বলা যাচ্ছ না।

ট্রাম্প এই বিলটিতে ভেটো দিতে পারেন, যা বাতিল করতে মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে। এর আগেও সাতবার ব্যর্থ চেষ্টার পর গত মে মাসে মার্কিন সিনেটে এরকম আরেকটি বিল উঠতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেটি নিয়ে এখনও পূর্ণাঙ্গ ভোটাভুটি হয়নি।

হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের যে চারজন রিপাবলিকান সদস্য বিল পাস করানোর জন্য বুধবার ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একজোট হয়েছেন, তারা হলেন - টমাস ম্যাসি, ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক, টম ব্যারেট এবং ওয়ারেন ডেভিডসন।

এছাড়া মেইনের ডেমোক্র্যাট সদস্য জ্যারেড গোল্ডেন, যিনি এর আগে এই ধরনের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তিনি এবার ইরান যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন।

মার্কিন নিম্নকক্ষের অনেক সদস্য যুদ্ধে জড়ানোর বিপক্ষে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে বক্তব্যও দিয়েছেন।

“কংগ্রেস একাই যুদ্ধ ঘোষণা করে, এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে,” বলেছেন মিশিগানের রিপাবলিকান সদস্য ব্যারেট।

ক্ষমতাসীন দলের নেতা হয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে ভোট দিয়ে তিনি ট্রাম্পের চক্ষুশূল হলেন কি-না এবং সেটি নিয়ে তিনি চিন্তিত কি-না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ব্যারেট বলেন, “আমার বিবেক যা বলেছে, আমি সেটি অনুযায়ী ভোট দিয়েছি। আমি এটাকেই সঠিক বলে মনে করি এবং সেজন্য এর দায়ভার নিতেও প্রস্তুত আছি।”

বুধবারের এই ভোটাভুটিতে যা দেখা গেছে, সেটি ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির ভেতরের মতবিরোধকে আবারও সামনে এনেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

নিজ দলের সদস্যরা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় মাত্র কয়েকদিন আগেই ট্রাম্প প্রশাসন তাদের রাজনৈতিক মিত্রদের জন্য এক দশমিক আট বিলিয়ন ডলারের একটি ‘অস্ত্রবিরোধী’ তহবিল গঠনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

মার্কিন হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রধান ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি গ্রেগরি মিকস এই ভোটাভুটিকে “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইরানে চালানো অবৈধ ও ব্যয়বহুল যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ” হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

স্থায়ীভাবে যুদ্ধটি শেষ করার লক্ষ্যে এটি “প্রথম পদক্ষেপ” বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। মিকস বলেছেন, ট্রাম্প যুদ্ধের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ তো হয়েছেনই, উপরন্তু বিশ্ব বাজারে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছেন।

ডেমোক্র্যাট এই নেতা এটাও মনে করেন যে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে, যুদ্ধের কারণে সেটি অর্জন করাও আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

“আজ এই (প্রস্তাবটি) পাস হওয়ার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের ইঙ্গিত দেয়: আরও অধিক সংখ্যক রিপাবলিকান তাদের ভোটারদের কথা শুনছেন, যারা মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি অনির্দিষ্টকালের যুদ্ধ চান না।”

মার্কিন হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রধান ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি গ্রেগরি মিকস এই ভোটাভুটিকে “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইরানে চালানো অবৈধ ও ব্যয়বহুল যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্থায়ীভাবে যুদ্ধটি শেষ করার লক্ষ্যে এটি “প্রথম পদক্ষেপ” বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

মিকস বলেছেন, ট্রাম্প যুদ্ধের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ তো হয়েছেনই, উপরন্তু বিশ্ব বাজারে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছেন।

ডেমোক্র্যাট এই নেতা এটাও মনে করেন যে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে, যুদ্ধের কারণে সেটি অর্জন করাও আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

মিলল নভেম্বরের আগাম বার্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিলেন ৬১ জন প্রার্থী। ভোট গ্রহণ শেষ হলেও নাটক শেষ হয়নি। ভোট গণনায় সাবেক স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সেক্রেটারি জেভিয়ার বেসেরা স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় স্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। রিপাবলিকান ভাষ্যকার স্টিভ হিলটন এবং ডেমোক্র্যাটিক বিলিয়নিয়ার ও পরিবেশকর্মী টম স্টেয়ারের মধ্যে ব্যবধান এতটাই কম যে চূড়ান্ত ফল জানতে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ‘টপ-টু’ প্রাইমারি ব্যবস্থায় দল নির্বিশেষে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থী নভেম্বরে মুখোমুখি হন। ফলে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে শঙ্কা ছিল, ভোট বিভক্ত হলে দুই রিপাবলিকান প্রার্থীই হয়তো মূল নির্বাচনে পৌঁছে যেতে পারেন। অন্তত আপাতত সেই আশঙ্কা দূর হয়েছে।

আইওয়ায় ঘটেছে রাতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চমক।

রিপাবলিকান গভর্নর প্রাইমারিতে অধিকাংশ বিশ্লেষকের পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করে ট্রাম্প-সমর্থিত কংগ্রেসম্যান র‍্যান্ডি ফিনস্ট্রাকে পরাজিত করেছেন কৃষক ও ব্যবসায়ী জ্যাক লান। নির্বাচনের আগে খুব কম মানুষই তাকে শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু ভোটের ফলাফল বলছে, আইওয়ার রিপাবলিকান ভোটারদের একটি বড় অংশ ভিন্ন বার্তা দিতে চেয়েছেন।

এই ফলাফলের তাৎপর্য জাতীয় পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে রিপাবলিকান রাজনীতিতে ট্রাম্পের সমর্থনকে বিজয়ের প্রায় নিশ্চয়তা হিসেবে ধরা হতো। কিন্তু আইওয়ার ফলাফল সেই ধারণাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। একই সঙ্গে ‘মেক আমেরিকা হেলদি অ্যাগেইন’ (এমএএইচএ) আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও দৃশ্যমান হয়েছে। স্বাস্থ্য ও খাদ্যনীতি-কেন্দ্রিক এই রাজনৈতিক ধারা রিপাবলিকান ভোটারদের একটি অংশের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

আইওয়ার সিনেট নির্বাচনও জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের রিপাবলিকান সিনেটর জোনি আর্নস্টের আসনে ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়ন পেয়েছেন প্যারালিম্পিয়ান ও আইনপ্রণেতা জশ তুরেক। রিপাবলিকানদের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কংগ্রেসওম্যান অ্যাশলি হিনসন। নভেম্বরে এই লড়াইটি সিনেটের ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নিউজার্সিতে সবচেয়ে আলোচিত লড়াইগুলোর একটি ছিল ১২তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে। দীর্ঘ ১২ বছর প্রতিনিধিত্ব করার পর কংগ্রেসওম্যান বনি ওয়াটসন কোলম্যানের অবসরের ঘোষণায় আসনটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে মনোনয়ন পেতে ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। অবশেষে বিজয়ী হন ডা. আদম হামাওয়ি।

তার রাজনৈতিক উত্থানের গল্প অনেকটাই আমেরিকান স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। মিশরীয় অভিবাসী পরিবারের সন্তান হামাওয়ি মাত্র সাত মাস বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। পরবর্তীতে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও কমব্যাট ট্রমা সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইরাক যুদ্ধ থেকে শুরু করে হাইতির দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। ২০০৪ সালে ইরাকে হেলিকপ্টার হামলায় আহত তৎকালীন সেনাসদস্য এবং বর্তমান সিনেটর ট্যামি ডাকওয়ার্থের জীবন রক্ষার ঘটনাও তাকে জাতীয় পরিচিতি এনে দেয়।

প্রগতিশীল নেতা বার্নি স্যান্ডার্স, আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ এবং সিনেটর ট্যামি ডাকওয়ার্থের সমর্থন তার প্রচারণাকে শক্তিশালী করে। গাজায় চিকিৎসা মিশনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা তাকে মুসলিম, আরব এবং প্রগতিশীল ভোটারদের কাছেও বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

নভেম্বরে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী গ্রেগ মেলের মুখোমুখি হবেন। তবে আসনটির রাজনৈতিক ইতিহাস বিবেচনায় হামাওয়িকেই এগিয়ে রাখা হচ্ছে। তিনি নির্বাচিত হলে নিউজার্সি থেকে প্রথম মুসলিম কংগ্রেস সদস্য হিসেবে ইতিহাস গড়বেন।

নিউজার্সির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আসন সপ্তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট। সেখানে সাবেক নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার পাইলট রেবেকা বেনেট ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন। নভেম্বরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন বর্তমান রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান টম কিন জুনিয়র।

তবে এই আসনের আলোচনার কেন্দ্রে শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, টম কিনের স্বাস্থ্যগত অনিশ্চয়তাও রয়েছে। গত কয়েক মাসে জনসম্মুখে তার সীমিত উপস্থিতি রিপাবলিকান শিবিরে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি এখন নিউজার্সির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ‘সুইং ডিস্ট্রিক্ট’, যেখানে অল্প ভোটের ব্যবধানই ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে।

এদিকে সিনেটর কোরি বুকার সহজেই নিজের প্রাইমারি জয় করে মূল নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

নিউ মেক্সিকোতে সাবেক হোম সেক্রেটারি ডেব হালান্ড ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর প্রাইমারিতে বিজয়ী হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নেটিভ আমেরিকান ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে পরিচিত হালান্ড এখন গভর্নর পদে অন্যতম শক্তিশালী প্রার্থী।

মন্টানায় রিপাবলিকান মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যারন ফ্লিন্ট। অন্যদিকে সাউথ ডাকোটায় বর্তমান গভর্নর ল্যারি রোডেন নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেছেন। ফলে এই দুই অঙ্গরাজ্যেও নভেম্বরের রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

তবে পুরো নির্বাচনী রাতের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি রয়ে গেছে একটিই—ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রভাব কি আগের মতোই নিরঙ্কুশ?

আইওয়ার ফলাফল অন্তত বলছে, উত্তরটি এখন আর এত সহজ নয়। রিপাবলিকান ভোটারদের একটি অংশ নতুন ধরনের নেতৃত্ব ও নতুন বার্তার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। একই সময়ে ডেমোক্র্যাটরাও নতুন ভোটার জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতার ভারসাম্য—সবকিছুর হিসাব গিয়ে মিলছে নভেম্বরের নির্বাচনে।

২ জুনের প্রাইমারি ছিল আমেরিকার রাজনৈতিক বাতাসের গতিপথ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষার ফলাফল বলছে, ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে যাচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, অনিশ্চিত এবং রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এক লড়াই।

ভাষা, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আত্মপরিচয়ের এক মহোৎসব

বাংলা সাহিত্য উৎসব

রোকেয়া দীপা

ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রো এলাকায় অনুষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য উৎসব ২০২৬ (বাংলা লিট ফেস্ট) প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় মাইলফলক হয়ে থাকবে। ২৯ ও ৩০ মে দুই দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য আয়োজন সাহিত্যপ্রেমীদের মিলনমেলার পাশাপাশি হয়ে উঠেছিল ভাষা, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আত্মপরিচয়ের এক মহোৎসব।

দূরের রাজ্যগুলো থেকেও সাহিত্য অনুরাগীরা ছুটে এসেছিলেন ভার্জিনিয়ায়। নিউইয়র্ক বা অন্যান্য বাংলাদেশি অধ্যুষিত নগরীর স্বদেশি এলাকায় নয়, প্রাণের টানে মানুষ গন্তব্য নির্ধারণ করে সাহিত্য সম্মেলনে পৌঁছেছেন। সময়, অর্থব্যয় কিংবা দীর্ঘ পথের ক্লান্তি তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। শত শত মাইল গাড়ি চালিয়ে এসেও তাদের মুখে ছিল আনন্দের উচ্ছ্বাস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এমন আয়োজন প্রবাসে এক বিরল অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

এবারের উৎসবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেট কর্তৃক বাংলা সাহিত্য উৎসবকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান। স্টেট সিনেটর সাদ্দাম সেলিম স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজ্য সিনেটের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সম্মাননাপত্র বাংলা সাহিত্য উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক কবিতা দিলওয়ারের হাতে তুলে দেন। প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতি এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি উপস্থিত সবার জন্য ছিল গর্ব ও আনন্দের এক বিশেষ মুহূর্ত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য কোনো ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালির হৃদয়ে বাংলা ভাষা আজও সমানভাবে জীবন্ত। সেই চেতনাকে ধারণ করেই ২৯ ও ৩০ মে আলেকজান্দ্রিয়ার ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এবারের উৎসব।

বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত কবি, ঔপন্যাসিক, গবেষক, শিল্পী, সাংবাদিক, প্রকাশক এবং সাহিত্যপ্রেমীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে উৎসবটি পরিণত হয় এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে। আয়োজকদের দক্ষ পরিকল্পনা, স্বেচ্ছাসেবকদের নিরলস শ্রম, পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতা এবং দর্শকদের উৎসাহী উপস্থিতি উৎসবকে এনে দেয় অসাধারণ সাফল্য।

সাহিত্য উৎসবে বইমেলা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ঢাকা থেকে আগত প্রকাশকদের পাশাপাশি স্থানীয় লেখকেরাও নিজেদের বই নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্কের মুক্তধারা, বাতিঘর, অন্যপ্রকাশ ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার স্টলে সার্বক্ষণিক ভিড় দেখা গেছে। ডিসি মেট্রো এলাকার অগ্রসর অভিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে বাংলা বই সংগ্রহের আগ্রহও ছিল চোখে পড়ার মতো। যারা স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি।

সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক বিষয় ছিল, বাংলাদেশি অভিবাসীদের যেকোনো অনুষ্ঠানে দেশীয় রাজনীতির বিতর্কের ছায়া এড়িয়ে যাওয়ার মতো কঠিন কাজটিও আয়োজকেরা সফলভাবে করতে পেরেছেন। সরকারের সমর্থক যেমন ছিলেন, তেমনি সমালোচকরাও শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির টানে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চ ছিল সার্বক্ষণিকভাবে রাজনীতি-নিরপেক্ষ সাহিত্য আলোচনায় সমৃদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ থেকে জাতীয় জীবনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচকেরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। লেখক, প্রকাশক ও সাংবাদিক— সবাই সুশৃঙ্খল পরিবেশে মতবিনিময় করেছেন।

বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে মন্তব্য

মমতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এতে অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারত সরকারকে জড়িয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টার অভিযোগও আনা হয়েছে।

রিংকি চট্টোপাধ্যায় সিং নামের এক আইনজীবী বৃহস্পতিবার এ অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, জনসমক্ষে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও মানহানিকর।

আইনজীবী রিংকি চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিযোগে উল্লেখ করেন, 'সম্প্রতি বিভিন্ন জনসভা, রাজনৈতিক মঞ্চ ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন অভিযুক্ত (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। তিনি প্রকাশ্যে এসব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সততা, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।'

২ জুন একটি রাজনৈতিক মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে ভারতের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান আইনজীবী রিংকি। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গত মঙ্গলবার মমতা দাবি করেন, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত গোপনীয় আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের 'বনছায়ায় একদিন'

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকৃতির স্নিগ্ধ সবুজে ঘেরা পরিবেশে 'বনছায়ায় একদিন' শীর্ষক বনভোজনের আয়োজন করে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। গত ২৪ মে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের হেকশার স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রেসক্লাবের সদস্যরা পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন। পাশাপাশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বনভোজনটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়।

পরিবার-পরিজন ও অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনটি হয়ে ওঠে আনন্দ, আড্ডা ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য আয়োজন। দিনভর প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে অনুষ্ঠান ঘিরে কিছুটা শঙ্কা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে উপস্থিত সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারগুলো বৃষ্টিভেজা দিনটিকেই উৎসবের রঙে রাঙিয়ে তোলেন।

বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। বক্তব্যে তিনি বলেন, নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণেই প্রবাসে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে বনভোজনের আয়োজন করে থাকে।

তিনি বলেন, প্রবাসী সমাজে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা জরুরি। একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়েই একটি শক্তিশালী ও ইতিবাচক কমিউনিটি গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

আতাউর রহমান সেলিম আরও বলেন, চলার পথে ভুল-ত্রুটি হতে পারে। ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা ভবিষ্যতে সেসব ভুল সংশোধন করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা সোসাইটির সভাপতি ও সমাজকর্মী দুলাল বেহেদু বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজই আমাদের কাছে এক টুকরো বাংলাদেশ। আমরা এখানে একে অপরের নিকটজন। তাই যেকোনো বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোই হোক আমাদের অঙ্গীকার। তিনি সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকারও প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর ও মোহাম্মদ সাঈদ।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Tax Preparation**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority**
- **Accounting**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Immigration**
  (No Legal Advice)
- **New Business Setup & more...**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জবহেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ষ্টেশন এজেন্ট (MTA)	আবেদনের শেষ তারিখঃ ০৪/৩০/২০২৬ শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা বা সমমান বেতনঃ $২৩-$২৮/ঘন্টা
কোর্ট অফিসার (পুলিশ)	আবেদনের শেষ তারিখঃ ০৫/১৪/২০২৬ শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা বা সমমান বেতনঃ $৫৮,০০০/বার্ষিক ও $৪,৯২০ (বোনাস)
স্টেট কারেকশন অফিসার	শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা বা সমমান বেতনঃ $৬৬,৩৬৫/বার্ষিক (পরীক্ষার প্রয়োজন নেই)
স্টেট পুলিশ	শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা + ৩০ ক্রেডিট বেতনঃ $৭০,০০০/বার্ষিক (ট্রেনিং শেষে $১০৯,০০০/বার্ষিক)

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১. কাস্টমার সার্ভিস	১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২. অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশীপ
৩. সিভিল সার্ভিস জব	৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩. পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫. এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেজুমি/কভার লেটার

MD. ALI B.Sc., LL.B.
Rtd. Govt. Officer Bangladesh
Cell: 917-500-3937, Email: jobhelpbd786@gmail.com
148-45 Hillside Ave, Suite # 204, Jamaica, NY 11435
'F' Train or Bus: Q20A, Q20B, Q40, Q43, Q44 to Sutphin Blvd

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

শেখ হাসিনার পক্ষে ফলকার তুর্ককে চিঠি

ঢাকা ডেস্ক

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্কের কাছে চিঠি লিখেছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সভাপতি শেখ হাসিনার নিয়োগ দেওয়া আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডটি স্ট্রিট চেম্বার। বাংলাদেশে ২০২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানকালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্টের' বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে এই চিঠি লেখা হয়। গত বৃহস্পতিবার (২৮ মে) চিঠিটি লেখা হয়।

চিঠিতে লেখা হয়, 'মাননীয় হাইকমিশনার, আমি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার আইনগত পরামর্শক হিসেবে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আপনার দপ্তর থেকে প্রকাশিত "হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস রিলেটেড টু দ্য প্রোটেস্ট অব জুলাই অ্যান্ড আগস্ট ২০২৪ ইন বাংলাদেশ"—শীর্ষক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট (পরে রিপোর্ট) সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ জানাতেই এ পত্র।'

ডটি স্ট্রিটের লেখা চিঠিতে বলা হয়, 'এখন এমন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে যে—এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারের নিজস্ব সরকারি নথিপত্রের ভিত্তিতেও—শেখ হাসিনার সরকারকে সহিংসভাবে উৎখাত করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক তথ্য ছড়ানো হয়েছিল, তার আলোকে দেখা যাচ্ছে—ওই সময়ে ১ হাজার ৪০০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার বিষয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্টের উপসংহার ছিল অত্যন্ত ভুল ও বাস্তবতাবিবর্জিত।'

এতে আরও বলা হয়, 'সরকারি গেজেটে এখন নিশ্চিত করা হয়েছে যে—প্রকৃত সংখ্যা জাতিসংঘের প্রতিবেদনে উল্লেখিত সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। আরও নিরপেক্ষ কিছু প্রতিবেদনে এই সংখ্যা আরও কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্রঙ্কসে ঈদের বড় জামাত, শুভেচ্ছা জানালেন মেয়র ও কংগ্রেসওম্যান

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদুল আজহার বৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছেন সহস্রাধিক মুসল্লি।

বুধবার (২৭ মে) সকাল আটটায় পার্কচেস্টারের ১০৬ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শুরুর আগেই শত শত ধর্মপ্রাণ মুসল্লির আগমনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে পুরো মাঠ। পবিত্র এই জামাতে ইমামতি করেন মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহিয়াহ।

নামাজ শুরুর আগে মুসল্লিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে মাঠে উপস্থিত হন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী এবং কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-করতেজ। তারা সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন এবং উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিসহ মুসলিম কমিউনিটিকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

বাংলাদেশি অভিবাসী ছাড়াও

নামাজ শুরুর আগে মুসল্লিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে মাঠে উপস্থিত হন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী এবং কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-করতেজ।

বিভিন্ন দেশের নানা বয়সের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ দল বেঁধে এই জামাতে অংশ নেন। নামাজ শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ ও মানবজাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বাংলাবাজার জামে মসজিদ ছাড়াও ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, শাহজালাল জামে মসজিদ ও পিআইসি জামে মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে পবিত্র ঈদুল আজহার একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে জামায়াতের উদ্বেগ

ঢাকা অফিস

প্রায় দেড় মাসের মাথায় আবারও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, গত এপ্রিলে জ্বালানির দাম বাড়ানোর ফলে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অথচ এই কঠিন সময়ে মানুষের আয় বাড়েনি, বরং ক্রমাগত বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হচ্ছে।

দিশেহারা জনগণ যখন দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন আবারও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করায় জনগণের ওপর 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন জামায়াত সেক্রেটারি।

নিউইয়র্কে বিদ্যুৎ বিলের চাপ কমাতে ২০০ ডলারের রিবেট চেক দেবে সরকার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিলের চাপ কমাতে নতুন আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। নতুন বাজেটের অংশ হিসেবে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যোগ্য বাসিন্দারা এককালীন রিবেট চেক পাবেন।

"প্রটেক্টিং আওয়ার ওয়ালেটস এনার্জি রিবেট" বা পাওয়ার প্রোগ্রামের আওতায় এই অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাকযোগে পাঠানো হবে। এতে আবেদন করার প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

আয়ের ভিত্তিতে রিবেটের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। যৌথভাবে কর দাখিলকারীদের আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের নিচে হলে ২০০ ডলার এবং ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ ডলারের মধ্যে হলে ১৫০ ডলার দেওয়া হবে। একক করদাতারা আয়ের শর্ত পূরণ করলে পাবেন ১০০ ডলার।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৪ করবর্ষে সময়মতো নিউইয়র্কের বাসিন্দা হিসেবে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং ওই বছর পূর্ণকালীন বাসিন্দা হতে হবে। পাশাপাশি নির্ধারিত আয়ের সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং অন্য কারও ট্যাক্স রিটার্নে নির্ভরশীল হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকা যাবে না।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ধাপে ধাপে এই রিবেট চেক বিতরণ করা হবে। উচ্চ জ্বালানি খরচের কারণে সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানায় প্রশাসন।

নিউইয়র্কে 'গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট' ৮ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলচ্চিত্রের নতুন মাত্রা যোগ করতে নিউইয়র্কে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬' (সিজন ওয়ান)। আগামী ৮ আগস্ট (শনিবার) প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই উৎসবটি চলচ্চিত্রপ্রেমী ও নির্মাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অলাভজনক সংস্থা 'নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশন' আয়োজিত এই উৎসবের প্রধান পার্টনার হিসেবে থাকছে 'ডায়াসপোরা ইউএসএ'।

প্রথম সিজনে মোট ১১টি ক্যাটাগরিতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম 'ফিল্মফ্রিওয়ে'র মাধ্যমে সাবমিশন ওপেন হওয়ার মাত্র এক মাসের মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২৬৫টি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ, ভারতসহ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে ছবি জমা পড়েছে। এই বিপুল সাড়ায় ফিল্মফ্রিওয়ে উৎসবটিকে 'বেস্ট সেলার' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত এই উৎসবে চলচ্চিত্র জমা দেওয়া যাবে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

ব্রঙ্কসে খাবারের স্বাদ ও আস্থায় জনপ্রিয় হাসান হালাল চাইনিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

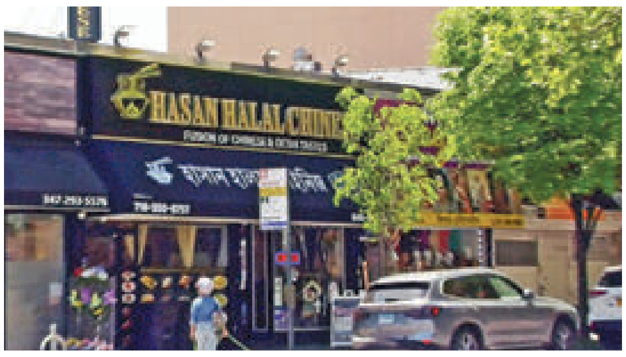

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির খাবারপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে হাসান হালাল চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। সুস্বাদু খাবার, মানসম্মত সেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে রেস্টুরেন্টটি সুনাম অর্জন করেছে ভোজনপ্রেমিকদের কাছে। অতীতে ভিন্ন নামে পরিচালিত হলেও পূর্বের জনপ্রিয় রেসিপি ও স্বাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমানে 'হাসান হালাল চাইনিজ' নামেই গ্রাহকদের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতি শুক্রবার রেস্টুরেন্টটিতে আয়োজন করা হয় বিশেষ ব্যুফে। মাত্র ২০ ডলারে দেশি ও চাইনিজ খাবারের বৈচিত্র্যময় সমাহার উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন গ্রাহকরা। বুফের মেনুতে থাকছে ফ্রাইড রাইস, চাইনিজ ভেজিটেবল রাইস, হোয়াইট রাইস, চিলি চিকেন, মিক্সড গ্রিল, বিফ কারি, ফিশ কারি, শুঁটকি ভুনা, ডাল, দেশীয় সবজি, নান, সালাদসহ নানা জনপ্রিয় পদ।

ব্যুফে ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম জনপ্রিয় খাবারের মধ্যে রয়েছে বিরানি, ললিপপ চিকেন, ললিপপ গ্রেভি, চিলি চিকেন, মিক্স ফ্রাইড রাইস, চিকেন টিক্কা, চিকেন টিক্কা মাসালা, বাটার চিকেনসহ বিভিন্ন দেশি ও চাইনিজ পদ। রেস্টুরেন্টটিতে চাইনিজ খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ আয়োজনে বাঙালি ঐতিহ্যবাহী খাবারের ব্যবস্থাও রাখা হয়। ফলে প্রবাসে থেকেও দেশের স্বাদ উপভোগের সুযোগ পান বাংলাদেশিরা।

রেস্টুরেন্টটির স্বত্বাধিকারী মো. হাসান বলেন, 'প্রবাসীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত মানের ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পরিবার, বন্ধু কিংবা সহকর্মীদের নিয়ে সবাই যেন আনন্দের সঙ্গে খাবার উপভোগ করতে পারেন, সেদিকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। নিয়মিত মেন্যুর পাশাপাশি গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আইটেমও যুক্ত হচ্ছে আমাদের মেন্যুতে।

তিনি আরও বলেন, রেস্টুরেন্টে পরিবেশিত খাবার সবসময় তাজা ও মানসম্মত রাখার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে বিরিয়ানির জন্য মাংস ও চাল আলাদাভাবে প্রস্তুত রাখা হলেও গ্রাহকের অর্ডার পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে তা রান্না করে পরিবেশন করা হয়, যাতে খাবারের স্বাদ ও গুণগত মান অক্ষুণ্ণ থাকে।

রেস্টুরেন্টের শেফ রিয়াজ বলেন, 'পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আন্তরিক সেবা এবং খাবারের মানের কারণে আমরা প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। শুক্রবারের ব্যুফে ইতোমধ্যে প্রবাসীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। কাস্টমার চাইলে রেস্টুরেন্টের যে কোন মেনুর আইটেম আমরা তাৎক্ষণিক তৈরি করে কাস্টমারকে প্রোভাইড করি।

প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব সুপারশপ থেকে হালাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে রেস্টুরেন্টে সরবরাহ করা হয়। এর ফলে খাবারের গুণগত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, করপোরেট মিটিং, পারিবারিক আয়োজন ও পিকনিকের জন্য স্বল্প খরচে ক্যাটারিং সেবাও প্রদান করছে রেস্টুরেন্টটি। পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা এবং দ্রুত সেবার কারণে স্থানীয়দের কাছেও এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ভাড়া স্থগিতের দাবিতে কুইন্সে ভাড়াটিয়াদের বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের কুইন্সে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ (রেন্ট স্ট্যাবিলাইজড) ব্যবস্থার আওতায় থাকা লাখো ভাড়াটিয়ার জন্য ভাড়া স্থগিতের দাবিতে বৃহৎ সমাবেশ ও গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ৪ জুন জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডের (আরজিবি) বরো শুনানিকে ঘিরে ভাড়াটিয়া সংগঠনগুলো ব্যাপক জনমত গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। আয়োজকদের দাবি, বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ভাড়া বৃদ্ধি নয়, বরং ভাড়া স্থগিত (Rent Freeze) করাই সময়ের দাবি। তারা বলছেন, অভিবাসী পরিবারগুলোর ওপর একদিকে আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট)-এর অভিযান ও গ্রেপ্তারের ভয়, অন্যদিকে খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও দৈনন্দিন ব্যয়ের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি—সব মিলিয়ে নিউইয়র্কের শ্রমজীবী ও নিম্নআয়ের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীমের যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে প্রবাসী জালালাবাদবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে গত রবিবার (৩১ মে) দুপুর ২টায় ওজোন পার্কের মোম'স পার্টি হলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল খান। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করেন সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলিম। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সহ-সভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আতিকুল হক আহাদ, মাহবুব রহমান চৌধুরী।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

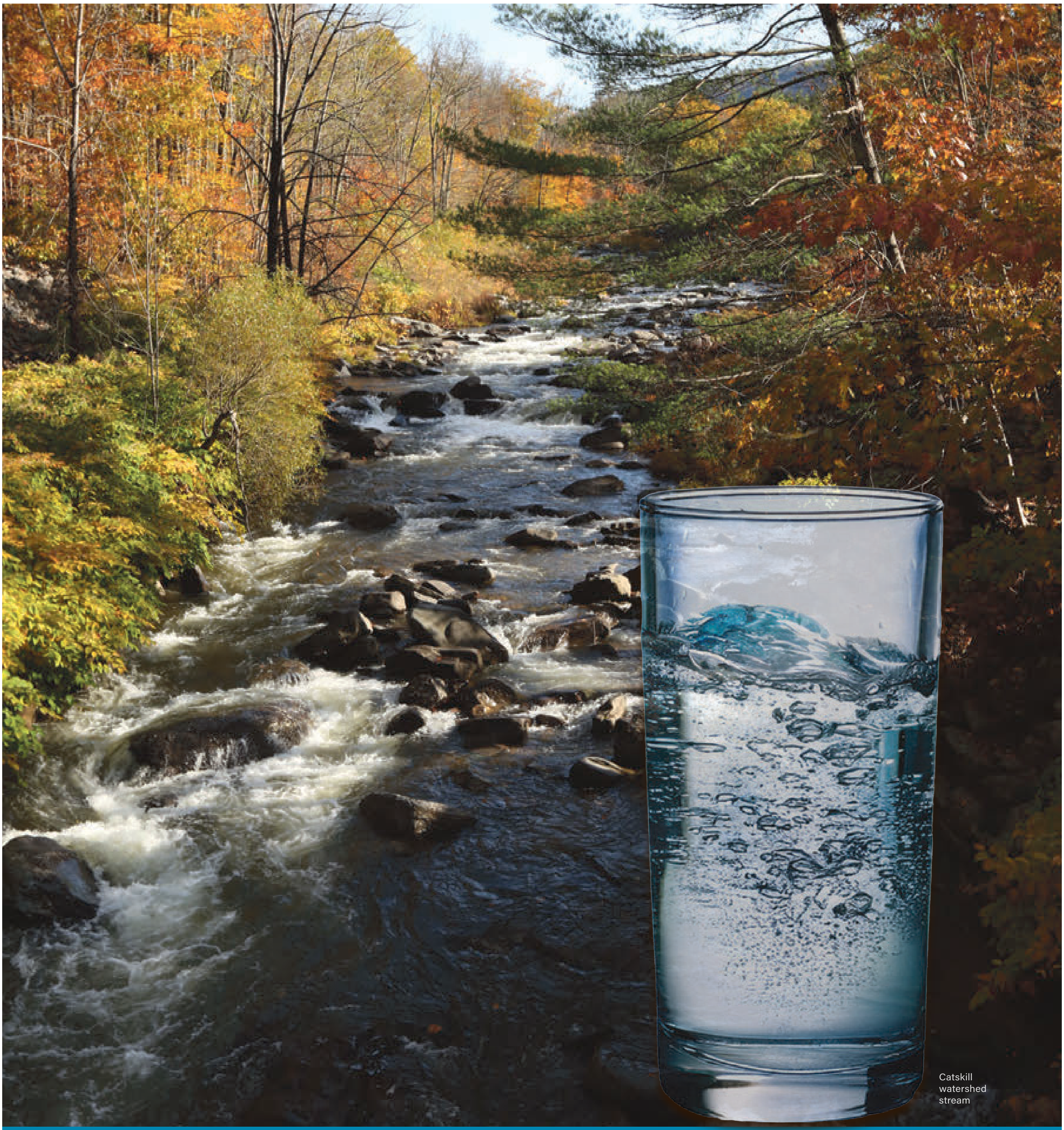

2025 সালের নিউ ইয়র্ক সিটি পানীয় জল সরবরাহ ও গুণমান প্রতিবেদনটি এখন NYC.gov/waterqualityreport-এ পাওয়া যাচ্ছে।

এতে জল সরবরাহ এবং আপনার পানীয় জলের গুণমান সম্পর্কে বিশদ তথ্য রয়েছে। প্রায় 10 মিলিয়ন নিউ ইয়র্কবাসীর কাছে প্রতিদিন 1 বিলিয়ন গ্যালন সর্বোচ্চ মানের পানীয় জল সরবরাহ করতে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।

আপনার কপিটি অনুরোধ করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন অথবা 311-এ কল করুন।

NYC Environmental Protection

Zohran Kwame Mamdani
Mayor

Lisa F. Garcia
Commissioner

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

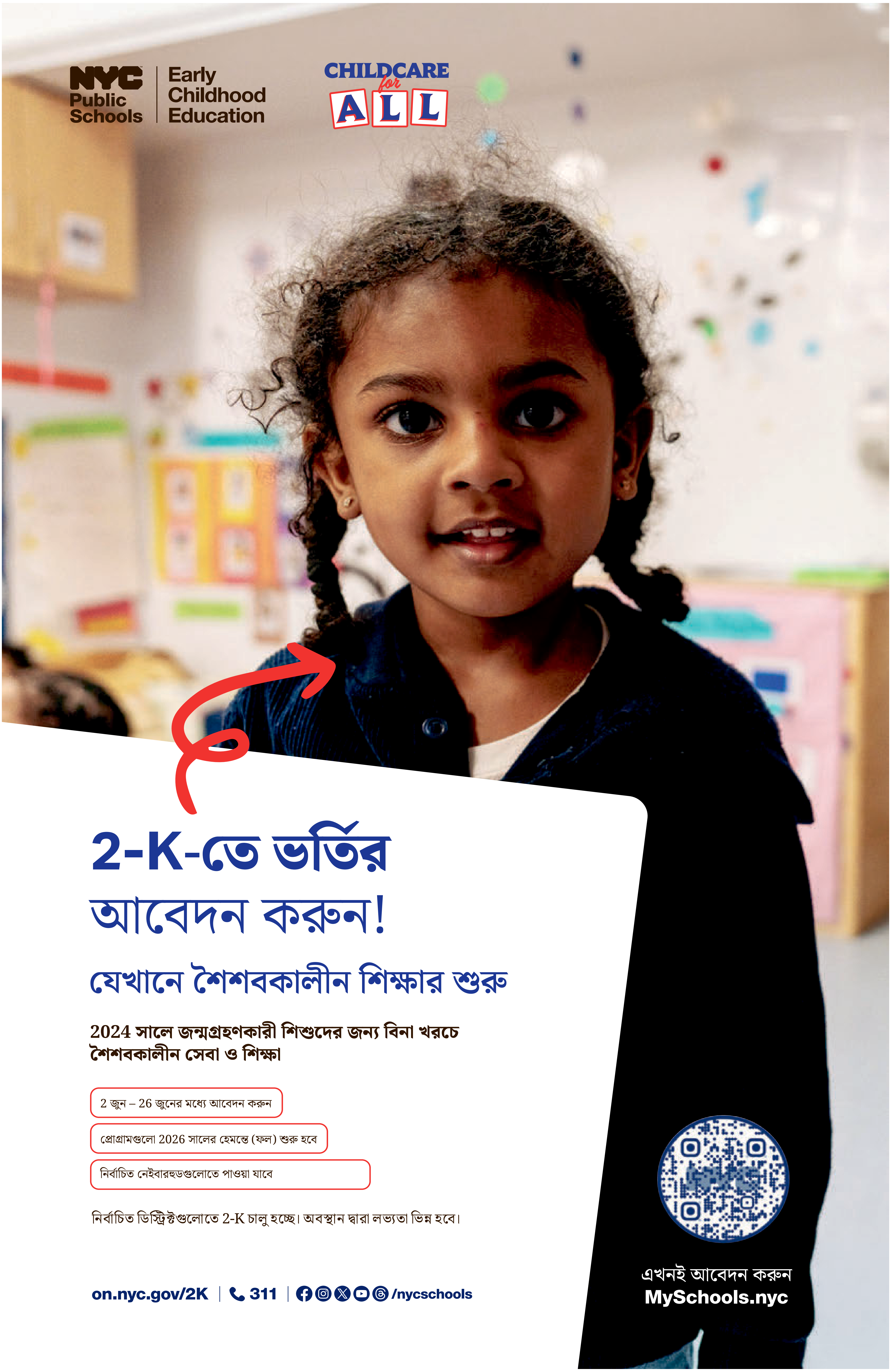
NYC Public Schools
Early Childhood Education
CHILDCARE for ALL
2-K-তে ভর্তির
আবেদন করুন!
যেখানে শৈশবকালীন শিক্ষার শুরু
2024 সালে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের জন্য বিনা খরচে শৈশবকালীন সেবা ও শিক্ষা
2 জুন – 26 জুনের মধ্যে আবেদন করুন
প্রোগ্রামগুলো 2026 সালের হেমন্তে (ফল) শুরু হবে
নির্বাচিত নেইবারহুডগুলোতে পাওয়া যাবে
নির্বাচিত ডিস্ট্রিক্টগুলোতে 2-K চালু হচ্ছে। অবস্থান দ্বারা লভ্যতা ভিন্ন হবে।
on.nyc.gov/2K | 311 | /nycschools
এখনই আবেদন করুন
MySchools.nyc

Coming Soon
UNITED STATES POSTAL SERVICE ®
Approved Postal Provider ®
AT
Parkchester Family Pharmacy
1445 Unionport Road
Bronx, NY 10462
BUS: 201-293-5851
FAX: 201-293-5852
Check Off Your To-Do List Here
One Place. Endless Options. Zero Worries.
MAILBOX SERVICES
FAXING
SCANNING
COPIES
SHREDDING
PASSPORT PHOTOS
NOTARY SERVICES
VIRTUAL MAIL SERVICES
POSTAGE
LAMINATING

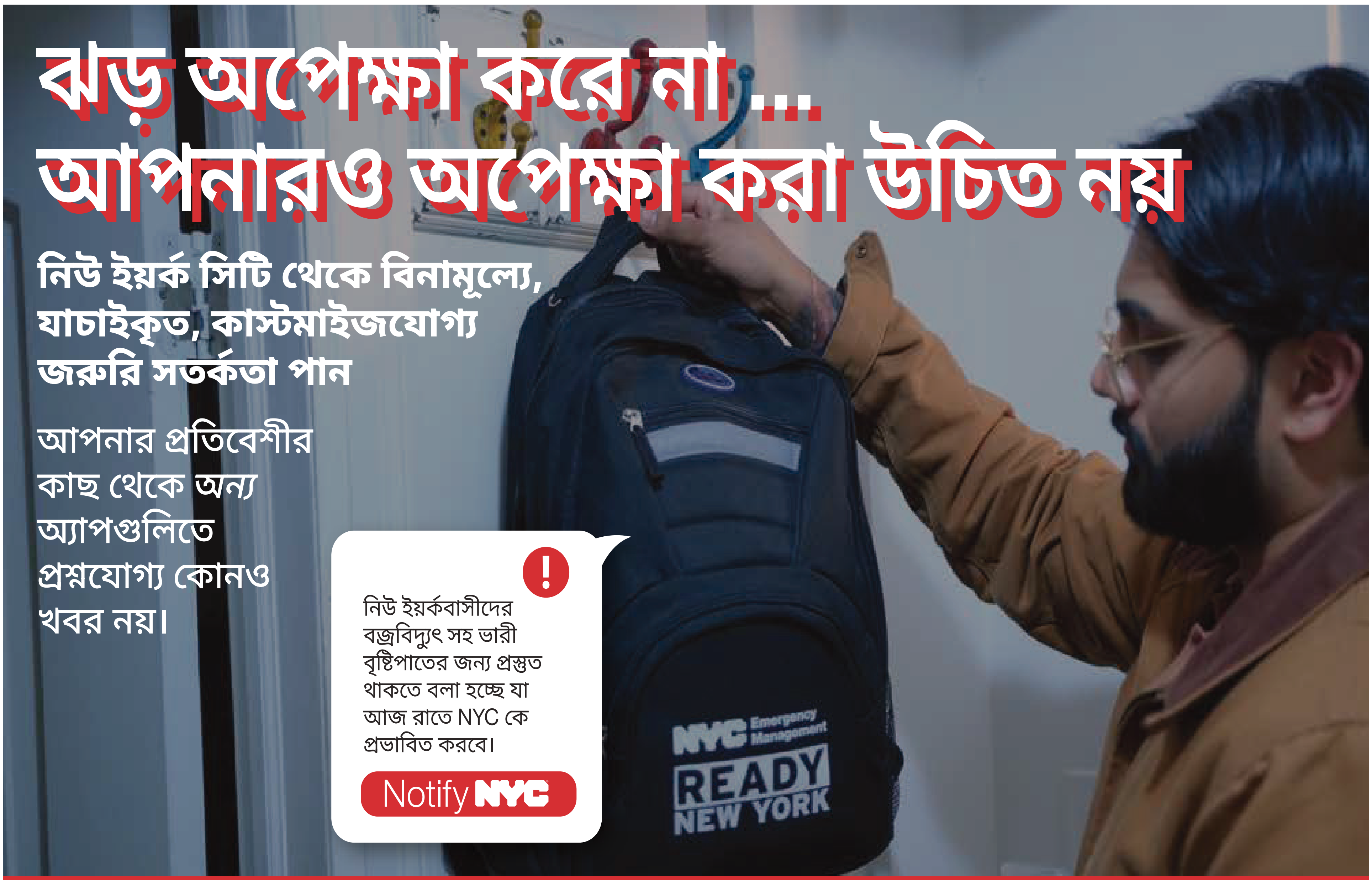

ASL সহ 14টি ভাষায় উপলব্ধ।
nyc.gov/notify দেখুন
অথবা সাইন আপ করতে
311-এ কল করুন।

Notify NYC

NYCEM
New York City Emergency Management

NYC
Delivering for you.
Every day. Everywhere.

আপনার
অধিকার রয়েছে
আপনার নিজের ভাষায়
ভোট দেওয়ার

আপনি চাইলে একজন দোভাষীকে ভোট কেন্দ্রে আনতে পারবেন

✔ তিনি হতে পারেন আপনার বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা কোনো নির্বাচনী কর্মী

✘ তিনি আপনার নিয়োগকর্তা বা ইউনিয়নের প্রতিনিধি হতে পারবেন না

CEC | VOTER LANGUAGE ASSISTANCE

আরও তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন
on.nyc.gov/vlaBN

২৩ জুন:
নির্বাচনের দিন

১৩-২১ জুন:
আগাম ভোটগ্রহণ

আপনার
অধিকার রয়েছে
আপনার নিজের ভাষায়
ভোট দেওয়ার

২০, ২১ এবং ২৩ জুন
সিভিক এনগেজমেন্ট কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ভাষার দোভাষীরা উপস্থিত থাকবেন:

আলবেনীয়
আরবি
বাংলা
ক্যান্টনিজ
ফরাসি
গ্রিক
হাইতিয়ান ক্রেওল
ইতালীয়
কোরিয়ান
ম্যান্ডারিন
পোলিশ
রুশ
উর্দু
ইয়িদ্দিশ

নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে!

CEC | VOTER LANGUAGE ASSISTANCE

আরও তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন
on.nyc.gov/vlaBN

২৩ জুন:
নির্বাচনের দিন

১৩-২১ জুন:
আগাম ভোটগ্রহণ

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

নিউইয়র্ক সিটিতে ২-কে বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার কার্যক্রমের আবেদন শুরু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটিতে দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার কার্যক্রম "২-কে"-র আবেদন প্রক্রিয়া মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। মেয়র জোহরান মামদানির সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বজনীন চাইল্ড কেয়ারপ্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এই কার্যক্রমের আওতায় পরিবারের আয় নির্বিশেষে সব শ্রেণির পরিবারের দুই বছর বয়সী শিশুরা বিনামূল্যে শিশু যত্ন সুবিধা পাবে, যা শহরের ইতিহাসে এই প্রথম। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে কেন্দ্র-ভিত্তিক চাইল্ড কেয়ার কেন্দ্রগুলোতে গড়ে বার্ষিক ২৩,০০০ ডলারেরও বেশি ব্যয় করতে হয়েছে পরিবারগুলোকে।

আগ্রহী পরিবারগুলো শিক্ষা বিভাগের অনলাইন পোর্টাল "মাইস্কুলস"-এ আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন এবং ৪ আগস্টের মধ্যে আসন বরাদ্দের বিষয়ে জানানো হবে। এই সেপ্টেম্বরে পাঁচটি বরো থেকে বাছাই করা উচ্চ-চাহিদাসম্পন্ন পাঁচটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টে মোট ২,০০০ আসন নিয়ে কার্যক্রমটি শুরু হবে। নির্বাচিত এলাকাগুলো হলো ম্যানহাটনের ওয়াশিংটন হাইটস ও ইনউড, ব্রুকলিনের ব্রাউনসভিল ও ক্যানার্সি, ব্রনক্সের ফোর্ডহ্যাম ও বেলমন্ট, কুইন্সের ওজোন পার্ক ও রকঅ্যাওয়েজ অঞ্চল। আগামী বছর এই আসনসংখ্যা বেড়ে ১২,০০০-তে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং মেয়র মামদানি তাঁর প্রথম মেয়াদের শেষ নাগাদ এই সুবিধা পুরো সিটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই কার্যক্রমের একটি বিশেষ দিক হলো এর সময়সীমা। ৩-কে ও প্রি-কে কার্যক্রমের বিপরীতে, যেখানে অধিকাংশ আসন কেবল সকাল ৮টা থেকে বিকেল ২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত পরিচালিত হয়, ২-কে কার্যক্রমে ডিফল্ট সময়সূচি হবে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, বছরের ১২ মাস। এতে স্কুল-পরবর্তী এবং গ্রীষ্মকালীন চাইল্ড কেয়ার খরচও বাঁচবে পরিবারগুলোর। রাজ্য সরকার এই বছরের জন্য ৭৩ মিলিয়ন এবং আগামী বছরের জন্য ৪২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নিউইয়র্কে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের অষ্টম শাখার উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান অল কাউন্টি হোম কেয়ারের অষ্টম শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার (২২ মে) বিকেল ৫টায় ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের সিইও মোহাম্মদ কাদের, সিআইপি। এসময় জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমী, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, সাজল ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলাইমানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনকালে মোহাম্মদ কাদের বলেন, মানুষের সেবার লক্ষ্য নিয়েই অল কাউন্টি হোম কেয়ারের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং কমিউনিটির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি আজ একটি বিশ্বস্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সমাপনী বক্তব্যে অল কাউন্টির চেয়ারম্যান সিফা আমিন বলেন, প্রতিষ্ঠানটি সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির সেবায় কাজ করে যাবে। আমন্ত্রিত অতিথিরা বলেন, জ্যাকসন হাইটসের বুকে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের নতুন এই যাত্রা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য, পরিশ্রম ও মানবসেবার এক গর্বিত মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

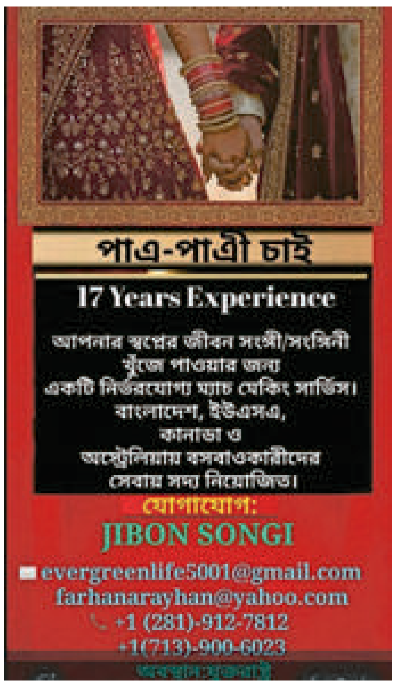

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

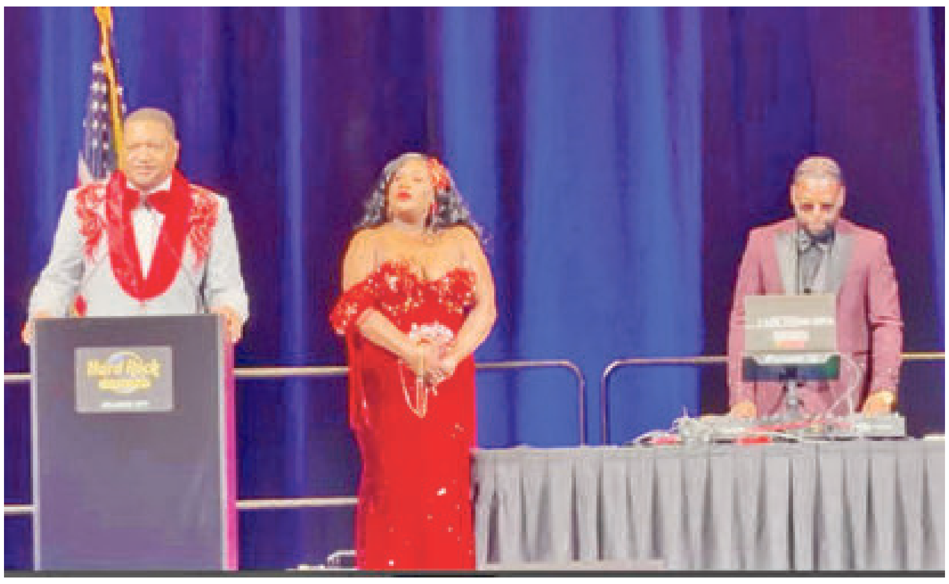

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের জমকালো অভিষেক

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের অভিষেক গালা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (৩০ মে) রাতে সিটির হার্ড রক ক্যাসিনোর বলরুমে জমকালো এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কথামালা, সংগীত, নৃত্য ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় এই বর্ণিল আয়োজন।

অনুষ্ঠানে সিটি কাউন্সিলের সদস্য, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দসহ নানা পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র তার বক্তব্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান এবং আয়োজনটি সফল করতে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেয়রের এই অভিষেক অনুষ্ঠান কেবল জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কমিউনিটির কল্যাণে এটি এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই আয়োজন থেকে সংগৃহীত অর্থের প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে অবশিষ্ট প্রতিটি ডলার সরাসরি স্থানীয় অলাভজনক সংস্থা ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে দেওয়া হবে। এসব সংস্থা মূলত যুবসমাজ, প্রবীণ নাগরিক, বহুজাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং শিল্পকলার উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত।

২০২২ সালে মেয়রের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠানে ৬ লাখ ১১ হাজার ডলারের বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা তরুণদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যয় হয়। এবারের আয়োজনে আগের সেই সাফল্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, যা আরও বিস্তৃত পরিসরে মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

> মেয়রের এই অভিষেক অনুষ্ঠান কেবল জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কমিউনিটির কল্যাণে এটি এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, অনুদানপ্রাপ্ত এসব সংগঠনের তালিকায় এবার বাংলাদেশ কমিউনিটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কমিউনিটিকে এই তালিকায় রাখায় মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, বাংলাদেশ কমিউনিটিকে দেওয়া এই অনুদান সামাজিক সেবামূলক বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহরিয়ার আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন পাঠান, মামুনুল হক মামুন, আটলান্টিক সিটি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহবুব রহমান, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য সুব্রত চৌধুরী, জাহিদ হোসেন, মাহমুদ শাহ, আব্দুর রহিম ও সৈয়দ শহীদসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

খামেনির জানাজা ও দাফনে ২ কোটি লোক সমাগমের প্রস্তুতি

৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দাফন ও রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যের জন্য তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রাজধানী তেহরানসহ একাধিক শহরে এসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে প্রায় দুই কোটি মানুষের অংশগ্রহণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইসলামি রীতি অনুযায়ী সাধারণত মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই দাফন সম্পন্ন করা হয়। তবে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রথম দিনে নিজ বাসভবনে হামলায় নিহত হওয়ার পর খামেনির জানাজা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। সে সময় ইরানি কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কারণে অনুষ্ঠান আয়োজন বিলম্বিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) তেহরানের উপ-মেয়র মোহাম্মদ আমিন তাভাকোলি-জাদেহ জানান, তিন দিনের এই কর্মসূচির মধ্যে রাজধানী তেহরান ছাড়াও ধর্মীয় নগরী কোম এবং মাশহাদে শোকযাত্রা ও জনসমাগমের আয়োজন থাকবে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি-এর বরাত দিয়ে তিনি বলেন, তেহরানে শেষকৃত্যের মূল অনুষ্ঠান অন্তত ২৪ ঘণ্টা ধরে চলবে।

তিনি আরও জানান, কর্তৃপক্ষ প্রায় দুই কোটি মানুষের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। অপর রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে খামেনির দাফন অনুষ্ঠিত হবে, যদিও সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ২১ জুন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে।

৮৬ বছর বয়সে নিহত হওয়া আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে তেহরানের রাস্তায় শোক, বিস্ময় এবং উদ্‌যাপনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

খামেনির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনিকে উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। তবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি এখনো জনসমক্ষে উপস্থিত হননি।

ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হবে

আমেরিকান এম্বাসির পূর্ব পাশে নতুন বাজার এলাকায় ৩ কাঠা জমির উপর ৬ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন ডুপ্লেক্স করা একটি বাড়ি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **যোগাযোগ: 718-924-1763** 4/2/26

পাত্রী চাই

৩১ বছর বয়সী বাংলাদেশি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। NYPD-এ পুলিশ অফিসার হিসেবে কর্মরত। উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। শর্ট ডিভোর্সী। জ্যামাইকা, কুইন্সে নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। ইসলামিক মূল্যবোধসম্পন্ন, পারিবারিক ও ভদ্র স্বভাবের , শুধু মাত্র ইউএসএ বসবাসরত পাত্রী। আগ্রহী পরিবার যোগাযোগ করুন: 9297198125 1/6/26.1

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র(২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

FREE ESTIMATE
Licensed & Fully Insured
Bengal Electric Systems Corp.
আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।

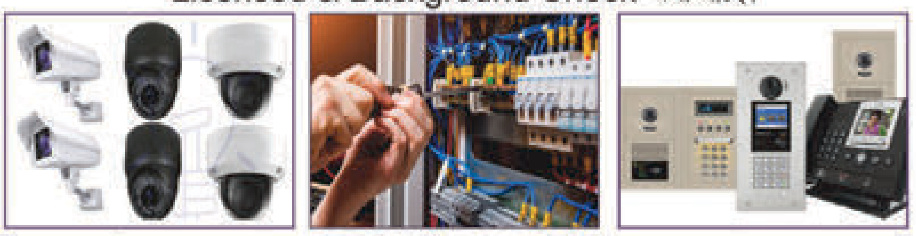

বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767
md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

আটলান্টিক সিটিতে ডেমোক্র্যাট কমিটির আনন্দঘন ক্রুজ ভ্রমণ

নিউজ ডেস্ক

নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটির উদ্যোগে এক আনন্দঘন ক্রুজ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ মে) সন্ধ্যায় সিটির গার্ডেনার্স বেসিন থেকে ক্রুজটি যাত্রা শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টা নদীপথে ভ্রমণ শেষে ক্রুজটি আবার একই স্থানে ফিরে আসে।

আনন্দময় এই আয়োজনে ছিল সুহৃদ সমাবেশ, আড্ডা, কথামালা, সংগীত, নৃত্য ও নৈশভোজ। ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

এই ক্রুজ ভ্রমণে অংশ নেন আটলান্টিক সিটি কাউন্সিল অ্যাট-লার্জ স্টিফেনি মার্শাল, প্যাট্রিসিয়া বেইলি, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, ওয়াল্টার জনসন, ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পারসন লাকী চৌধুরী, ডেমোক্র্যাটিক নেতা আব্দুর রহিমসহ দলীয় শীর্ষ নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা।

ক্রুজে অতিথিদের স্বাগত জানান আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাট কমিটির চেয়ারম্যান ড. কনস্ট্যান্স চ্যাপম্যান। ভ্রমণটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট নেত্রী ড. হালিশা ব্রিজার্স।

আইওয়ায় বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ৬ জন নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যে একাধিক বন্দুক হামলায় ৬ জন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এসব হামলার পেছনে পারিবারিক বিরোধ বা গৃহস্থালি বিরোধের সূত্র থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের ভাষ্য, সন্দেহভাজন হামলাকারীকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরে নিজের গুলিতে সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন ছিল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, স্থানীয় মুসকাটিন পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, নিহতরা সবাই সন্দেহভাজন হামলাকারীর পরিবারের সদস্য বলে ধারণা করা হচ্ছে। হামলাকারীর পরিচয় ৫২ বছর বয়সী রায়ান উইলিস ম্যাকফারল্যান্ড হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি আইওয়ার মুসকাটিন শহরের বাসিন্দা ছিলেন।

মুসকাটিন পুলিশের প্রধান অ্যান্থনি কাইস, এই হামলাকে 'অশুভ কাজ' ও 'নিষ্ঠুর অমানবিক কর্মকাণ্ড' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সোমবার মুসকাটিন শহরের বিভিন্ন স্থানে এসব গুলির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার কিছু পর পুলিশ প্রথম গুলির ঘটনার খবর পায়। ঘটনাস্থলে একটি বাড়িতে পৌঁছে কর্মকর্তারা চারজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান।

পুলিশ জানায়, চারজনকেই ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ম্যাকফারল্যান্ড ওই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মকর্তারা তাঁকে একটি নদীতীরবর্তী হাঁটাপথে একটি পথচারী সেতুর কাছে খুঁজে পান। পুলিশ আরও জানায়, তাঁর শরীরে নিজের করা গুলির আঘাত ছিল। তাঁকে চিকিৎসাসহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তা কাজে আসেনি এবং ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়।

পরে তদন্তকারীরা অন্য একটি বাসভবনে আরও এক ব্যক্তির মরদেহ খুঁজে পান। তাঁর মৃত্যু গুলির আঘাতে হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এরপর আরও তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছায়, যেখানে তারা আরেকজনের মরদেহ উদ্ধার করে। তাঁর মৃত্যুও গুলির আঘাতে হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ যে ঠিকানার তথ্য প্রকাশ করেছে, অনলাইন মানচিত্রে সেখানে একটি মেটাল ওয়ার্কশপের অবস্থান দেখা যায়। এক বিবৃতিতে পুলিশ বলেছে, 'প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, এসব গুলির ঘটনা পারিবারিক বা গৃহস্থালি বিরোধ থেকে ঘটেছে। নিহত সবাই মৃত সন্দেহভাজনের পরিবারের সদস্য বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।'

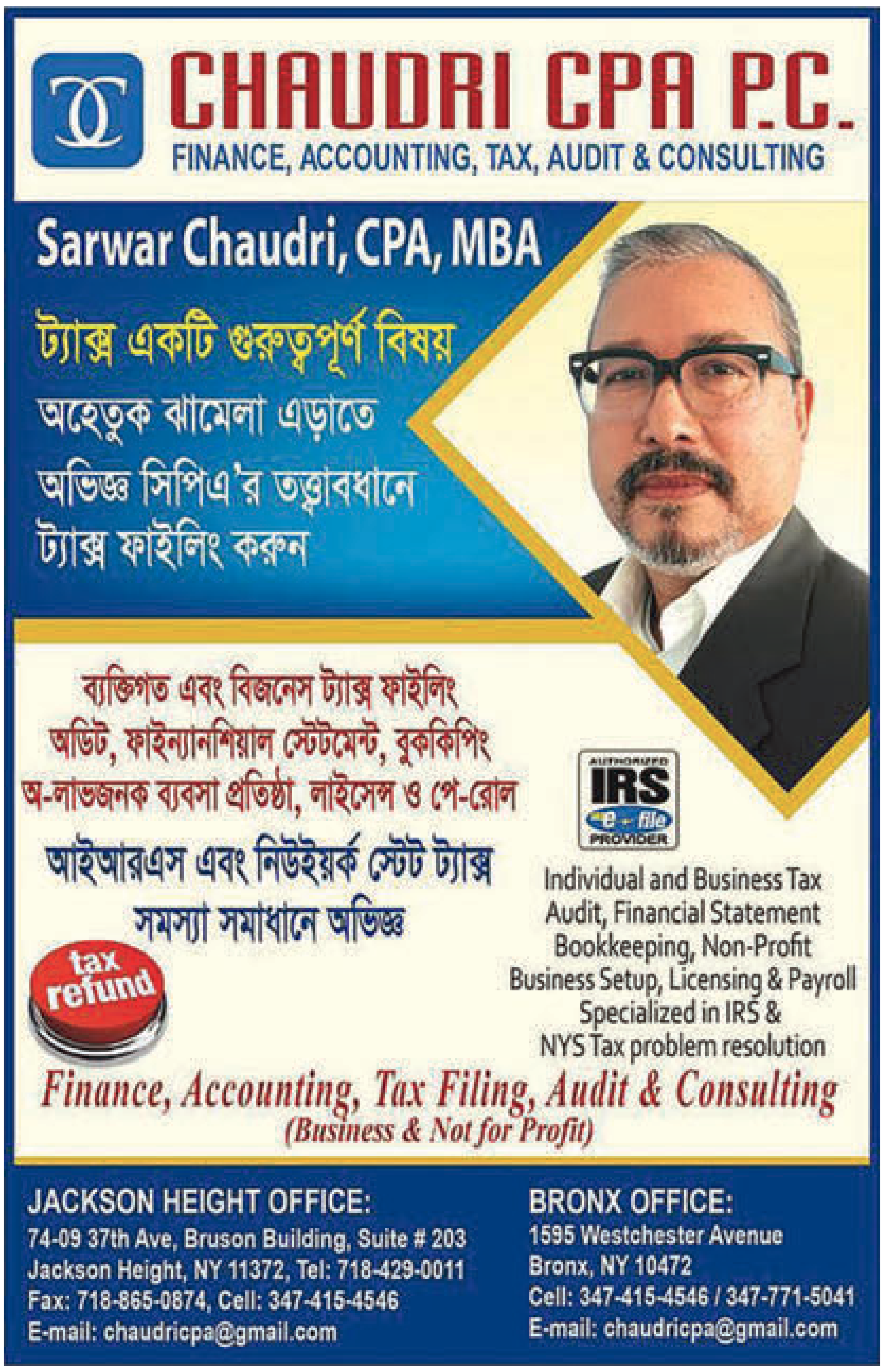

মিশিগানে ‘বাংলাদেশ ল’য়ার্স অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশী আইনজীবীদের সমন্বয়ে ‘বাংলাদেশ ল’য়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র’ নামের একটি নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। রোববার (৩১ মে) বিকেলে ওয়ারেন সিটির একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট দীপক চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভার শুরুতে উপস্থিত সবার পরিচিতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নতুন এই সংগঠনের রূপরেখা ও কার্যপরিধি ঠিক করতে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন— অ্যাডভোকেট মো. আবদুর রহিম, অ্যাডভোকেট মো. মোহাব্বত খান, অ্যাডভোকেট আবদুর রহমান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট আবদুর রশিদ, অ্যাডভোকেট দীপক চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিউল আজম মাছুম ও অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বারের তিনজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীকে আহ্বায়ক কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা হলেন— অ্যাডভোকেট মোহাব্বত খান, অ্যাডভোকেট সুভাষ চক্রবর্তী ও সাবেক পিপি রাধাপদ দেব সজল।

ডিএমভিতে প্রবাসীদের জন্য মেগা কনসার্ট, মঞ্চে মুজা, প্রতীক ও ক্রোনেজ

রোকেয়া দীপা

ওয়াশিংটন ডিসি, ম্যারিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া (ডিএমভি) অঞ্চলের প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে এ যাবৎকালের অন্যতম বৃহৎ ও জমকালো উন্মুক্ত আকাশের কনসার্ট। চেনা বিনোদনের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক আয়োজন উপহার দিতে এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মূল পরিকল্পনাকারী ইউসুফ খান রাসেল, প্রধান সমন্বয়কারী মিষ্টি সরকার, ব্রাইটস্টার এন্টারটেইনমেন্টের সঞ্জু চৌধুরী এবং পিআর কুইন ড. পিয়ালী রায়।

আয়োজনটির প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি সংগীতশিল্পী ও সুরকার মুজা (মুজা)। পাশাপাশি মঞ্চ মাতাবেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী প্রতীক হাসান এবং চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ খ্যাত তরুণ সংগীতশিল্পী শামির মাহমুদ। এ আয়োজনে আরও উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় টেলিভিশন সংবাদ উপস্থাপক ও সংগীতশিল্পী নাজনীন আহমেদ। স্থানীয় ব্যান্ড হিসেবে অংশ নেবে ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক জনপ্রিয় বাংলা রক ব্যান্ড ক্রোনেজ।

কনসার্টের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে আধুনিক ও বিশ্বমানের ভেন্যু ‘ক্রেসেন্ডো স্টুডিও’। পুরো আয়োজনে থাকবে অত্যাধুনিক শব্দ ব্যবস্থা, আলো ব্যবস্থা ও বড় পর্দার প্রদর্শনী। দর্শকদের নিরাপত্তায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কথা

বিবেচনায় রেখে ইনডোর স্টেজ এবং টারপলিনসহ বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ডিএমভি অঞ্চলের কনসার্ট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পুরো অনুষ্ঠান ড্রোন ক্যামেরায় ধারণ করা হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই আয়োজন থেকে অর্জিত লাভের ১৫ শতাংশ বাংলাদেশে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সহায়তায় দান করা হবে। সাধারণ টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ ডলার এবং আসন সুবিধাসহ বিশেষ টিকিট ৫০ ডলার।

আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও বুকিংয়ের জন্য প্রবাসীরা desieventsgo.com ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারবেন।

মিশিগানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদুল আজহা উদযাপন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও ত্যাগের মহিমায় পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে। গত বুধবার (২৭ মে) ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক, ওয়ারেন, ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস, রয়েল ওক ও ডিয়ারবর্ণসহ বিভিন্ন এলাকার মুসল্লিরা সকালেই ঈদের জামাতে অংশ নেন।

অঙ্গরাজ্যের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় ডেট্রয়েটের জেইন ফিল্ডের খোলা মাঠে। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে সেখানে কয়েক হাজার মুসল্লির সমাগম ঘটে। এছাড়া বাংলাদেশি-আমেরিকানদের পরিচালিত বিভিন্ন মসজিদেও বিপুল সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতিতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। অনেক মসজিদে মুসল্লিদের চাপ সামাল দিতে একাধিক জামাতের আয়োজন করা হয়।

ঈদের খুতবায় ত্যাগ, মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

ঈদের আনন্দে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত ছিল শিশু-কিশোররা। সকাল থেকেই নতুন ও রঙিন পোশাক পরে, মাথায় টুপি দিয়ে তারা বাবা-মায়ের সঙ্গে মসজিদে যায়। নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পারিবারিক মিলনমেলায় অংশ নেন। বিকেলে পরিবার-পরিজন নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে বের হন অনেকে।

ঈদকে ঘিরে মিশিগানের বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি সংগঠন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ‘ঈদ মেলা’। এসব মেলায় বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অংশগ্রহণকারী ও উদ্যোক্তারা জানান, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি ও অন্যান্য কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও আনন্দ ভাগাভাগির উদ্দেশ্যেই এসব মেলার আয়োজন করা হয়।

ডেমোক্রেট সিনেটর পদপ্রার্থীর বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে মিট এন্ড গ্রিট সভা

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ডেমোক্রেটিক দলের মার্কিন সিনেট পদপ্রার্থী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। গত ৩১ মে (রোববার) দুপুরে ওয়ারেন সিটির একটি হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল আল সায়েদ। তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে হ্যামট্রাম্যাক শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় আব্দুল আল সায়েদ তার নির্বাচনী পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ভাবনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবা, জনকল্যাণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি কাজ করতে চান। একই সঙ্গে তিনি আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান।

সভায় তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

আগামী ৪ আগস্ট মিশিগানে মার্কিন সিনেটের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে আব্দুল আল সায়েদ ছাড়াও ম্যালরি ম্যাকমরো, হ্যালি স্টিভেনসসহ আরও কয়েকজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আব্দুল আল সায়েদ একজন চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। তিনি পূর্বে ওয়েন কাউন্টির স্বাস্থ্য, মানব ও প্রবীণ সেবা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড নীতি ঘিরে

শেষ পৃষ্ঠার পর

গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে না।

ডিএইচএস জানিয়েছে, স্থায়ী বসবাসের অনুমতির (পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি) আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে কোনো বড় ধরনের নীতিগত পরিবর্তন হয়নি। বরং আগের মতোই অভিবাসন কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্ত নেবেন আবেদনকারীকে দেশে থেকেই প্রক্রিয়া চালাতে দেওয়া হবে কি না।

এর আগে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস’র (ইউএসসিআইএস) একটি ঘোষণায় ধারণা তৈরি হয়েছিল, অধিকাংশ আবেদনকারীকে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষা করতে হতে পারে। এতে অভিবাসী মহলে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।

তবে নতুন ব্যাখ্যায় ডিএইচএস বলেছে, এটি কোনো সার্বিক নীতি পরিবর্তন নয়, বরং কর্মকর্তাদের বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কে একটি স্মারক বা ব্যাখ্যা মাত্র।

ডিএইচএসের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে— যেমন ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া বা অন্যান্য অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয় আবেদনকারীর বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তবে বেশিরভাগ আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই তাদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

এদিকে অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন ব্যাখ্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্পষ্ট করলেও এখনো অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিশেষ করে কোন পরিস্থিতিতে আবেদনকারীকে দেশ ছাড়তে হতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা না থাকায় অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বপূর্ণ নীতি ব্যাখ্যা অভিবাসী ও নিয়োগদাতাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার ওপর আস্থাও প্রভাবিত করতে পারে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ১৪ লাখ গ্রিন কার্ড প্রদান করা হয়। যার বড় অংশ দেশটির ভেতর থেকেই আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

নতুন প্রজন্মের অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান “নৃত্যের তালে তালে” পর্বে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মঞ্চ। মেয়েদের দলে অংশ নেয় আইজা, আয়েশা, জিবা, অনিমা, সুমেহরা, আসনা ও ফাইজা। ছেলেদের দলে দারুণ পারফর্ম করে রামিন, আযান, জুহায়ের ও তাজবীর।

অনুষ্ঠানের অন্যতম জমকালো আয়োজন ছিল তারকা শিল্পী বিন্দুকণার মঞ্চে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের পরিবেশনা। ফারহানা আক্তার তুলি ও ফাহমিনা জব্বারের যৌথ পরিচালনায় ‘ছায়াছন্দ: নায়িকা সংবাদ’ পর্বে প্রবাসের বিশিষ্ট ১৪ জন নারী এক অনন্য পারফরম্যান্স উপহার দেন। এই পর্বে অংশগ্রহণকারীরা হলেন— হিমিকা, ঊর্মি, মানিজা, সাইকা, সোমা, রূপা, রুচি, রাখী, তুলি, সাজিয়া, নীরা, এনা, শাম্মী ও ফারাহ।

অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের লোকসংগীত ও আধুনিক গানের জনপ্রিয় শিল্পী বিন্দুকণা। তার একেকটি জনপ্রিয় পরিবেশনায় মেতে ওঠে পুরো নিউ জার্সি। এরপর উইনিং ব্যান্ডের চন্দন তার দলবল নিয়ে মঞ্চে এসে জনপ্রিয় সব গান পরিবেশন করে দর্শকদের নস্টালজিক করে তোলেন। টিকিট কেটে আসা হল ভর্তি দর্শক গভীর রাত পর্যন্ত এই উৎসব উপভোগ করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সফলভাবে উপস্থাপনা করেছেন সামিয়া চৌধুরী (তিথি) ও জাভেদ মাহমুদ (শিপলু)।

আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সির পক্ষ থেকে সভাপতি সৈয়দ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আশফাক জামান ও কালচারাল সেক্রেটারি আফরোজা শিরিন আগত দর্শকদের ঈদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। তারা বলেন, প্রবাসের কর্মব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি দূর করতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতির শিকড় পৌঁছে দিতেই প্রতি বছর এই মেলার আয়োজন করা হয়। আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৯৩ শতাংশই লাতিনো

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিবাসীদের মধ্যে লাতিনোদের অংশ মাত্র ৬৬ শতাংশ।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর আগে নিউইয়র্ক মহানগরে এই ধরনের রাস্তায় গ্রেফতার প্রায় ছিলই না। কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় আইনজীবীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন, যুক্তি দিচ্ছেন যে এই গ্রেফতারগুলো সংবিধান লঙ্ঘন করছে। নিউইয়র্ক সিটিতেই ৮১টি রাস্তায় গ্রেফতারের ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে। কুইন্সের করোনা এলাকায় সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে। লং আইল্যান্ডের ব্রেন্টউড ও হেমস্টেড থেকে শুরু করে নিউজার্সির প্যাসেইক ও প্লেইনফিল্ড পর্যন্ত লাতিনো অধ্যুষিত এলাকাগুলোই বারবার টার্গেট হয়েছে।

এই গ্রেফতার অভিযানের প্রকৃতি শুধু ভীতিকর নয়, বহু ক্ষেত্রে সরাসরি বেআইনি বলে অভিযোগ উঠছে। কিছু গ্রেফতারের বিবরণে দেখা গেছে, আইস এজেন্টরা বলেছেন যে তারা অন্য কাউকে ওয়ারেন্টসহ খুঁজছিলেন, কিন্তু পথে যাকে পেলেন তাকে দেখতে “মিল আছে” মনে হওয়ায় তাকেই গ্রেফতার করলেন। গুয়াতেমালার ফ্লোরেন্সিও-র ঘটনাই এর একটি নির্মম উদাহরণ। ম্যানহাটনে রং-এর কাজ শেষ করে করোনায় নিজের বাড়ির দিকে হাঁটছিলেন তিনি। মুখোশ পরা এজেন্টরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে থাকলে তিনি ভেবেছিলেন অপহৃত হচ্ছেন। সেই মুহূর্তে তার স্ত্রী ফিদেলিনা তিন সন্তান নিয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। তাদের ১৩ বছরের ছেলে চিৎকার শুনে মাকে বলল, “মা, এটা আইস।” ৯ বছরের ছোট ছেলে বাবাকে চিনতে পেরে ডেকে উঠল — আর সেই মুহূর্তে ফ্লোরেন্সিওকে মাটিতে ফেলে হাতকড়া পরিয়ে একটি অচিহ্নিত গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল এজেন্টরা। পরে আইস নিজেই স্বীকার করেছে, তারা তাকে প্রথমে থামিয়েছিল কারণ তার “গড়ন ও চেহারা” অন্য একজনের সঙ্গে মেলে বলে মনে হয়েছিল — সেই “অন্যজন” ছিলেন ইকুয়েডরীয়, আর ফ্লোরেন্সিও গুয়াতেমালার নাগরিক, যিনি ১৩ বছর ধরে আমেরিকায় আছেন।

শুধু হাতকড়া নয়, বহু ক্ষেত্রে সহিংসতার অভিযোগও উঠেছে। দ্য সিটি ২৯টি ঘটনা চিহ্নিত করেছে যেখানে এজেন্টরা রাস্তায় গ্রেফতারের সময় বল প্রয়োগের অভিযোগে আদালতে মামলা হয়েছে। এজেন্টরা টেজার ব্যবহার করেছেন, গাড়ির জানালা ভেঙেছেন, মানুষকে গাড়ি থেকে টেনে বের করেছেন এবং বর্ণবাদী গালিগালাজ করেছেন। ইকুয়েডরের ডিয়েগো তার গাড়িতে বসে ছিলেন যখন তিন এজেন্ট তাকে ঘিরে ধরে। রক্তাক্ত মুখ নিয়ে তাকে গাড়ি থেকে বের করতে হয়েছিল এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। ব্রংক্সে এক ২১ বছরের তরুণকে মাটিতে ফেলে একজন এজেন্ট ছয়বার টেজার দিয়ে শক দিয়েছেন বলে মামলার নথিতে উল্লেখ আছে, এবং সেই সময় এজেন্ট তাকে “মালদিতো মেক্সিকানো” অর্থাৎ “শালার মেক্সিকান” বলে গালি দিয়েছেন। তরুণটি পরে শপথনামায় লিখেছেন, “তখনই বুঝলাম, লোকটা আমাকে শুধু হিস্পানিক বলেই গ্রেফতার করেছে।”

গ্রেফতারের পর পরিবারগুলোর অবস্থা হয় আরও করুণ। ফ্লোরেন্সিওর স্ত্রী ফিদেলিনা স্বামীর জন্য আইনজীবী খুঁজতে গিয়ে একটি প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়লেন — হোয়াটসঅ্যাপে “বিনামূল্যে সাহায্যের” প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারি সিল লাগানো নকল রসিদ পাঠিয়ে মোট ১৩,০০০ ডলার হাতিয়ে নেওয়া হয় তার কাছ থেকে। এর মধ্যে ফ্লোরেন্সিওকে নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ জার্সি, তারপর টেক্সাস এবং শেষে নিউ মেক্সিকোতে স্থানান্তর করা হয়। বড়দিনে সন্তানরা ফোনে জিজ্ঞেস করল বাবা বাড়ি আসবেন কিনা — কান্না আটকাতে গভীর শ্বাস নিয়েছিলেন তিনি। চার মাস পর মুক্তি পেয়ে ডিটেনশন সেন্টারের কাছের বিমানবন্দরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে — বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক এলোরা মুখার্জি বলেছেন, “তথ্য-উপাত্ত নিশ্চিত করছে যে সব নিউইয়র্কবাসী যা জানেন — আইস রাস্তা-গ্রেফতারে বর্ণভিত্তিক প্রোফাইলিং করছে।” তবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই অভিযোগ “ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা” বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, কেউ আইন ভেঙে থাকলেই কেবল তাকে টার্গেট করা হয় — চামড়ার রং দেখে নয়।

এদিকে সানসেট পার্কে এলাকাবাসীরা গ্রেফতার হলে পরিচিতজনকে জানাতে পারেন বলে বাহুতে ফোন নম্বর মার্কার দিয়ে লিখে রাখছেন। চার্চে মানুষের উপস্থিতি কমে গেছে। দিন মজুরেরা কাজে যাচ্ছেন না। বোনেরা ভাইদের সারাদিন লোকেশন শেয়ার করতে বলছেন। স্টেটেন আইল্যান্ডে গ্রেফতার হওয়া হুয়ান, প্রায় দুই দশক আমেরিকায় থাকার পরেও বলছেন, “সত্যি বলতে, আমি ভয়ের মধ্যে হাঁটি।” আর ফিদেলিনার কথাগুলো যেন লাখো অভিবাসীর মনের কথা: “তাদের সব ক্ষমতা, সব কর্তৃত্ব। কতগুলো পরিবার তারা ধ্বংস করছে, সেটা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না।”

(সূত্র: দ্য সিটি)

রুপালি সৈকতে শুঁটকির টানে

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় নিয়মিত ২০০ টন শুঁটকি উৎপাদিত হয়। নাজিরারটেকের শুঁটকি মাছ উৎপাদন শিল্পে ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। কক্সবাজার জেলার ৩০ হাজার জেলে এখানে মাছ সরবরাহে নিয়োজিত রয়েছেন। শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে উৎপাদিত শুঁটকি দেশে বিক্রির পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করা হয়।

নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লীতে শীত-বর্ষা সব ঋতুতেই মাছ ধরা চলমান থাকলেও বর্ষাকালে শুঁটকি উৎপাদন বন্ধ থাকে। জেলেদের কর্মব্যস্ততা সৈকতের সৌন্দর্যকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। নীল জলরাশির ওপর সূর্যের আলো, জেলেদের মাছ ধরার ট্রলার, বিভিন্ন পাখির উড়ে যাওয়া— সব মিলিয়ে এক অনিন্দ্য পর্যবেক্ষণ! গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারকে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সমুদ্রে থাকতে হয়। মহেশখালী চ্যানেল ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে প্রচুর বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়িসহ ইলিশ, রূপচাঁদা, ছুরি মাছ, লইট্যা, পোপা, ভেটকি, কোরাল, সুরমা, ম্যাকেরেল, দাতিনা, লাল কোরাল, লবস্টার উল্লেখযোগ্য।

নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিত্যসাথি। নৌকাডুবি, নৌকা থেকে মাঝি হারিয়ে যাওয়া বা নৌকায় দস্যুতা নতুন কিছু নয়। প্রতিদিন ভোর হয়, জেলেরা ঘাটে নৌকা ভেড়ায়। মাছ শিকারে কেউ চলে যায় সৈকতে, কেউবা মহেশখালী চ্যানেলে। কেউবা মাছ খালাসের কাজ করে। হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই শুরু হয় নতুন সকালের প্রস্তুতি। এভাবেই নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লীর জেলে ও তাদের পরিবার শুঁটকি তৈরিতে অবদান রেখে চলছে যুগের পর যুগ ধরে।

দেশের সমুদ্রসীমা বর্তমানে সুনির্দিষ্ট। বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ বেশ সমৃদ্ধ। সমুদ্র এলাকার বিপুল সম্পদ কাজে লাগাতে পারলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব। মাছ সমুদ্রের একধরনের পণ্য। এই পণ্যের কারখানা হলো সাগর। কারখানা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে পণ্য উৎপাদিত হবে না। আমরা সুনীল অর্থনীতির কথা বলছি, সঠিক সমুদ্র ব্যবস্থাপনার কথা বলছি না। সমুদ্র ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠুক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জেলেবান্ধব। পর্যটকদের নজর কাড়ুক নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লী।

লেখক: গল্পকার ও সংগঠক।

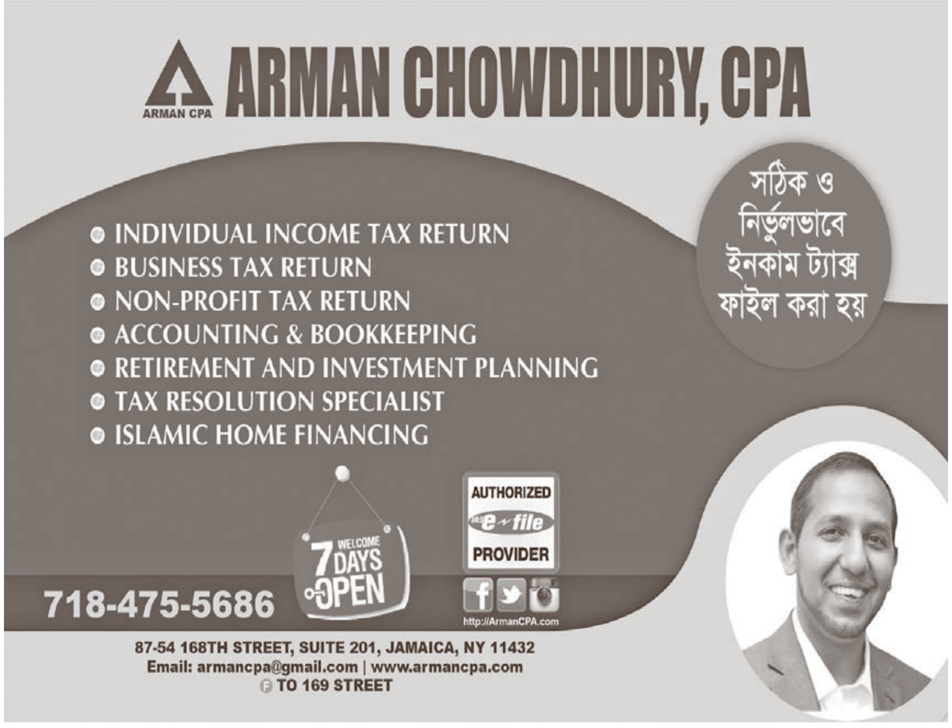

টরন্টোয় সংস্কৃতি সংস্থার বর্ণিল বার্ষিক উৎসব

ডেস্ক রিপোর্ট

তুখোড় অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের পাঠাভিনয়, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পৌষালী ব্যানার্জী ও অন্তরা মিত্রের সংগীত এবং স্থানীয় শিল্পীদের নানা নান্দনিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কানাডার টরন্টোয় শেষ হলো ‘টরন্টো সংস্কৃতি সংস্থা’র (টিএসএস) দুই দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব ২০২৬।

শনিবার ও রবিবার (২৩ ও ২৪ মে) স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এবারের উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প ‘মশা’ অবলম্বনে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের একক পাঠাভিনয়। এ ছাড়া ভারতের দুই জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পৌষালী ব্যানার্জী ও অন্তরা মিত্রের মনমুগ্ধকর গান এবং ব্যান্ড দল ‘বাঙালিয়ানা’র পরিবেশনা দর্শকদের দারুণভাবে আলোড়িত করে।

উৎসবের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল কৃষ্ণকলি সেনগুপ্তর পরিচালনায় শিশু-কিশোরদের সম্মিলিত গান (চিলড্রেন কয়্যার) ‘বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বাণী’, ড. সংযুক্তা ব্যানার্জীর পরিচালনায় ‘ডন অব এ নিউ এইজ’, পূজা বিশ্বাসের পরিচালনায় বিশেষ কোরিওগ্রাফি ‘উত্তম কুমার—দ্য শোম্যান অব বেঙ্গলি সিনেমা’ এবং শঙ্খচিল থিয়েটারের নাটক ‘অডিশন’।

দীর্ঘ ও একঘেয়ে বক্তৃতা এড়িয়ে কেবল সাংস্কৃতিক পরিবেশনাকে প্রাধান্য দেওয়াই টিএসএসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উৎসবের একপর্যায়ে সংস্থার পরিচালকেরা মঞ্চে এসে স্পন্সর, শুভানুধ্যায়ী ও দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ বছর চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিরলস পৃষ্ঠপোষকতার স্বীকৃতিস্বরূপ ডা. সঞ্জীব মুখার্জীকে টিএসএস ‘আজীবন সম্মাননা পদক’ প্রদান করে। ‘সম্প্রীতির বন্ধনে এক হোক মানবতা’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উৎসব উপলক্ষে একটি দৃষ্টিনন্দন স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়।

২০০৪ সালে কয়েকজন আড্ডাপ্রিয় বাঙালির হাত ধরে যাত্রা শুরু করে টরন্টো সংস্কৃতি সংস্থা (টিএসএস)। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ঐতিহ্য ও মূল চেতনা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে সংগঠনটি নিয়মিত এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে।

আব্দুল বাসিত ইন্তেকাল করেছেন

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আব্দুল বাসিত ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক.-এর সাবেক সভাপতি জনাব আবদুল বাসিত (৮২) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ২৮ মে বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস এলাকার লিংকন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপরিচিত এই ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন সামাজিক ও কমিউনিটি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সিলেটের ভাদেশ্বর গ্রামের আব্দুল বাসিত একজন শিক্ষক ছিলেন, পরবর্তিতে পাকিস্তান স্টেট ব্যংক ও বাংলাদেশ ব্যংকের কর্মকর্তা ছিলেন। অত্যন্ত স্বজন এবং সামাজিক মানুষ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা ২৮মে এশার নামাজের পর পার্কচেস্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় নামাজে জানাজা ২৯ মে জুমার নামাজের পর এস্টোরিয়ার আল-আমিন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউইয়র্কে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইনকের যৌথ সভা

ডেস্ক রিপোর্টি

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে মৌলভীবাজার জেলা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ মে (রবিবার) ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ সভায় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী।

সভায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সিরাজ উদ্দিন আহমদ, দেওয়ান মুস্তাক রাজা, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, সোলেমান হাকিম, আব্দুর রশিদ চৌধুরীসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, সহ-সভাপতি সৈয়দ আবুল কাসেম, কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক রবিন আহমদ, সাহিত্য সম্পাদক সপ্তম দেব, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুমেনা সুমি, সদস্য শহীন হাছনাত, রিটন সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দও আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে মৌলভীবাজার জেলা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক ঐক্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে। একইসঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়েও ঐক্যমত গৃহীত হয়। সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, ঐক্য প্রক্রিয়া একটি সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

KANON FILMS
Impress
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
PARENTAL
DISCRETION
ADVISED
KANON FILMS & IMPRESS TELEFILM
PRESENT
PRESSURE COOKER
A TRIBUTE TO TAREQUE MASUD
A FILM BY RAIHAN RAFI
LONG ISLAND, NY
SHOWCASE CINEMA DE LUX FARMINGDALE
1001 BROADHOLLOW RD, FARMINGDALE, NY 11735
FRI MAY 29TH @ 11:25 AM & 02:55 PM
SAT MAY 30TH @ 11:25 AM & 02:55 PM
SUN MAY 31ST @ 11:25 AM & 02:55 PM
MON JUNE 01ST @ 11:25 AM & 02:55 PM
TUE JUNE 02ND @ 11:25 AM & 02:55 PM
WED JUNE 03RD @ 11:25 AM & 02:55 PM
THU JUNE 04TH @ 11:25 AM & 02:55 PM
TICKETS AVAILABLE ON -
WWW.SHOWCASECINEMAS.COM
BIOSKOPE FILMS 54TH USA CANADA PRESENTATION

বাংলাদেশে নারী ও শিশু ধর্ষণের অন্ধকার বাস্তবতা এবং ন্যায়বিচারের সংকট

সৈয়দ রেজায়ে রাব্বী

নীরব চিৎকার ও মর্মস্পর্শী আর্তনাদের তালিকা যেন শেষ হওয়ার নয়। আরেকটি নীরব চিৎকার চলতি ২০২৬ সালের মে মাসে ঢাকার পল্লবীতে। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী, মাত্র সাত বছরের রামিসা আক্তার, তার বাসা থেকে সকালবেলা স্বাভাবিকভাবে বের হয়েছিল। প্রতিবেশী সোহেল রানা শিশুটিকে কৌশলে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। সেখানে মর্মস্পর্শী পাশবিক নির্যাতনের পর শিশুটিকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। জঘন্য এ অপরাধ লুকাতে ঘাতক শিশুটির মাথা ও দেহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বাথরুমের বালতির ভেতরে পাওয়া যায় শিশুটির খণ্ডিত মাথা। সারাদেশ স্পর্শকাতরতায় কেঁপে ওঠে।

এর মাত্র চৌদ্দ মাস আগে মাগুরার আট বছরের আছিয়া পবিত্র রমজান মাসে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে বোনের শ্বশুর হিটু শেখের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়। পাশবিক এ নির্যাতনের পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে ঢাকার সিএমএইচে মারা যায়। সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে ফিরে আসে তার নিথর দেহ। দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। হাইকোর্ট ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

তারও আগে নুসরাত, তনু, রিতু, রাইসা— এই নামগুলো শুধু নাম নয়। প্রতিটি নাম একটি রাষ্ট্রের ব্যর্থ শাসন ও বিচারব্যবস্থার জ্বলন্ত দলিল। প্রতিটি নাম সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র।

এসব আর্তনাদ পরিসংখ্যান দিয়ে পরিমাপযোগ্য নয়। তথাপি পরিসংখ্যানে সমাজের ভয়াবহ চিত্রের একটি নমুনা জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে নথিভুক্ত ধর্ষণ মামলার সংখ্যা ২০২০ সালে ৬,৫৫৫টি এবং ২০২৪ সালে ৪,৩৯৪টি। জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৯,৯৭৭টি মামলা দায়ের হয়েছে। অর্থাৎ দায়েরকৃত মামলার হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে ১৩ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়।

২০২৬ সালের প্রথম চার মাসেই ১২ বছরের কম বয়সী কমপক্ষে ৫৬ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৬ জনের বয়স ছয় বছরেরও কম। ২০২০ সাল থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৩১,০০০-এরও বেশি ধর্ষণ মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। তবে আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সংখ্যাগুলো প্রকৃত চিত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সামাজিক লজ্জা, পরিবারের চাপ, পুলিশি হয়রানির ভয় এবং বিচার না পাওয়ার আশঙ্কায় অধিকাংশ ঘটনা কখনো নথিভুক্তই হয় না।

বিলম্বিত বিচার ও বিচারহীনতার কারণও অনেক। তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতা, ডিএনএ পরীক্ষার বিলম্ব, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা এবং পাবলিক প্রসিকিউটরদের রাজনৈতিক নিয়োগের কারণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অবারিত।

সাক্ষী সুরক্ষা আইন না থাকায় সাক্ষীরা অনেক সময় সাক্ষ্য দিতে আসেন না। আইনে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্নের কথা থাকলেও বাস্তবে পাঁচ থেকে সাত বছর লেগে যাওয়াই যেন স্বাভাবিক। তনুর ঘটনাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। নয় বছরেও তদন্ত শেষ হয়নি।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩০,৩৬৫টি মামলা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, নারী-সংক্রান্ত মাত্র ২.৬১ শতাংশ এবং শিশু-সংক্রান্ত মাত্র ০.৫২ শতাংশ মামলায় সাজা হয়।

বাংলাদেশে ট্রাইব্যুনাল আছে, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা কম। মামলা এখন অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। অপরাধী, অসাধু পুলিশ সদস্য, আইনজীবী, আদালতের কিছু কর্মচারী এবং কতিপয় অসাধু বিচারকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মামলা বাণিজ্যের এক অস্বাস্থ্যকর চক্র— এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ফলে আর্থিক সামর্থ্য ছাড়া ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করা অনেকের কাছে কঠিন বাস্তবতা।

ক্ষমতাবানদের ক্ষেত্রে ভিন্নতাও রয়েছে। আগস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেকেই রাষ্ট্র কাঠামো, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মূল্যবোধে ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা করেছিলেন। অথচ সেই প্রত্যাশার অনেকটাই ভঙ্গ হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। মানুষের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা মরীচিকার ন্যায় ধসে পড়েছে। বেরিয়ে এসেছে আন্দোলনের আবরণে লুকিয়ে থাকা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা শক্তির স্বার্থ ও উদ্দেশ্য। "শক্তি যার, ক্ষমতা তার"— এই মানসিকতা আইন-শৃঙ্খলার কাঠামোর ভাঙনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ধর্ষণের অভিযুক্তদের মধ্যে ২৮ শতাংশের বয়স ১১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী। এই তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার গভীর সংকট রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের দুর্বলতাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়া গণধর্ষণের পর ভারত সরকার ২০১৩ সালে ফৌজদারি আইনে ব্যাপক সংস্কার আনে। ১,০২৩টি ফাস্ট-ট্র্যাক বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয়, ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আনা হয় এবং চার দোষীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এর প্রভাবে ভারতে সাজার হার প্রায় ২৭ থেকে ৩২ শতাংশে পৌঁছায়।

২০১৮ সালে পাকিস্তানের কাসুরে সাত বছরের জয়নাব আনসারিকে ধর্ষণ ও হত্যার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের ফলে শিশু পর্নোগ্রাফি-বিরোধী আইন শক্তিশালী করা হয়, ডিএনএ তদন্ত প্রক্রিয়া আধুনিক করা হয় এবং অভিযুক্তকে দ্রুত ফাঁসি দেওয়া হয়।

সুইডেন ২০১৮ সালে যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন করে। সেখানে সুস্পষ্ট সম্মতি ছাড়া যেকোনো যৌন সংসর্গকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আইনের ফলে মাত্র এক বছরের মধ্যে ধর্ষণ মামলায় সাজার হার ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এই সংস্কার অন্য দেশগুলোর জন্যও অনুসরণীয় মডেল হতে পারে।

বাংলাদেশেও নুসরাত জাহান রাফির ঘটনায় আন্তর্জাতিক মনোযোগ এবং দেশীয় চাপের মুখে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন হয়ে ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। এটি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে দ্রুত বিচার সম্ভব।

কিন্তু রামিসার ঘটনায় যে আন্দোলন হচ্ছে, সেটি আবেগে পরিপূর্ণ হলেও কাঠামোগতভাবে দুর্বল। বিক্ষোভ হয়, মানববন্ধন হয়, কিন্তু সুনির্দিষ্ট দাবিনামা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চাপ প্রয়োগের সংস্কৃতি দুর্বল। কেবল আবেগ ও স্বল্পমেয়াদি আন্দোলন দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনা যায় না। এই চক্র ভাঙতে হলে এখনই প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার। প্রতিটি জেলায় শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের জন্য পৃথক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন, পূর্ণাঙ্গ সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন এবং পাবলিক প্রসিকিউটরদের মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ভুক্তভোগীর পাশে রাষ্ট্রীয় আইনজীবী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা এবং প্রতিটি জেলায় সরকারি 'ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' কার্যকরভাবে সক্রিয় করা অত্যাবশ্যক।

স্কুলপর্যায়ে শিশুদের 'গুড টাচ–ব্যাড টাচ' শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সম্মতি ও ব্যক্তিগত সীমানা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানও জরুরি। পাশাপাশি একটি স্বাধীন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন গঠন করা প্রয়োজন, যা সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে এবং সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনবে।

শিশু রামিসা নৃশংসতা ও বর্বরতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আছিয়াও তাই। তনুর বিচার বহু বছরেও হয়নি। প্রতিটি শিশু ধর্ষণ ও হত্যা শুধু একটি অপরাধ নয়; এটি রাষ্ট্রের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার দলিল। যে রাষ্ট্র তার সবচেয়ে ক্ষুদ্র, নিরীহ ও নিষ্পাপ নাগরিককে রক্ষা করতে পারে না, সে রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের প্রত্যাশা কতটুকু?

আন্দোলন হয়, মানববন্ধন হয়, বিবৃতি দেওয়া হয়, এমনকি জাতীয় সংসদে আবেগঘন বক্তৃতাও হয়। তারপর আবার নতুন কোনো লোমহর্ষক ঘটনা এসে আগের ঘটনাগুলোকে আড়াল করে দেয়। এই চক্র ভাঙতে হলে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে সঠিক নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য।

ভারত নির্ভয়ার পর আইন পরিবর্তন করেছে। পাকিস্তান জয়নাবের পর বিচারব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছে। তাহলে প্রশ্ন হলো— বাংলাদেশ কি রামিসার এই লোমহর্ষক ঘটনার পর আইনি ও বিচারব্যবস্থায় কাঠামোগত কোনো সংস্কার আনবে?

রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক আন্দোলন এবং গণমাধ্যমের ধারাবাহিক ভূমিকার মাধ্যমেই কেবল বহুল প্রত্যাশিত সেই সংস্কার সম্ভব।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক, এডিসন, নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

কোরিয়ান রূপচর্চার গোপন রহস্য

বর্তমান বিশ্বে রূপচর্চা বা স্কিন কেয়ার জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম 'কে-বিউটি' বা কোরিয়ান বিউটি সিক্রেটস। কোরিয়ানদের নিখুঁত, দাগহীন এবং কাঁচের মতো চকচকে ত্বক বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এই চমৎকার ত্বকের পেছনে কোনো জাদু নেই, বরং রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম, সঠিক উপাদানের ব্যবহার এবং ত্বকের প্রতি গভীর যত্ন।

আসুন জেনে নেওয়া যাক কোরিয়ান রূপচর্চার সেই মূল রহস্য এবং নিয়মগুলো, যা আপনার ত্বককেও করে তুলতে পারে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

১. ডাবল ক্লিনজিং: কোরিয়ান স্কিন কেয়ারের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো ডাবল ক্লিনজিং। প্রথমে একটি অয়েল-বেসড ক্লিনজার বা বাম দিয়ে মুখের মেকআপ, সানস্ক্রিন ও অতিরিক্ত তেল গলিয়ে ফেলা হয়। এরপর একটি ওয়াটার বা ফোম-বেসড ক্লিনজার দিয়ে ত্বকের গভীরে থাকা ঘাম ও ময়লা নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা হয়।

২. ফেসিয়াল ম্যাসাজ: মুখ ধোয়া বা ময়েশ্চারাইজার লাগানোর সময় কোরিয়ানরা ত্বকে আঙুল দিয়ে আলতোভাবে বৃত্তাকার ম্যাসাজ করেন। এটি ত্বকের নিচের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ উন্নত করে এবং ত্বকে একটি প্রাকৃতিকভাবে গোলাপি ও সতেজ ভাব এনে দেয়।

৩. ইনস্ট্যান্ট হাইড্রেশন: কোরিয়ান রূপচর্চায় মুখ ধোয়ার পর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করা হয় না। বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগেই, অর্থাৎ মুখ ধোয়ার ঠিক ১০ সেকেন্ডের মধ্যে তারা টোনার বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন। কারণ ভেজা অবস্থায় ত্বকের লোমকূপ খোলা থাকে এবং এই সময়ে প্রোডাক্ট ত্বকের গভীরে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

৪. এসেন্সের জাদু: অনেকেই টোনার এবং সিরামের ব্যবহার জানলেও 'এসেন্স' সম্পর্কে জানেন না। এটি কে-বিউটির একটি অন্যতম বড় গোপন অস্ত্র। এটি পানির মতো হালকা কিন্তু পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি তরল, যা ত্বকের কোষগুলোকে গভীরভাবে তরতাজা করে এবং পরবর্তী স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টগুলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

৫. শিট মাস্কের নিয়মিত ব্যবহার: কোরিয়ানরা শিট মাস্ককে কেবল একটি বিশেষ দিনের যত্ন মনে করেন না, বরং এটি তাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ। সিরামে ভেজানো এই মাস্কগুলো ১৫-২০ মিনিট মুখে রেখে ত্বককে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচুর আর্দ্রতা ও পুষ্টি দেওয়া হয়। অনেকে দিনে অন্তত একবারও শিট মাস্ক ব্যবহার করেন।

৬. প্রথাগত ও প্রাকৃতিক উপাদান: কে-বিউটি আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রাচীন প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। তারা রূপচর্চায় ভাতের চাল ধোয়া জল, গ্রিন টি, সেন্টেলা এশিয়াটিকা এবং জিনসেং-এর মতো উপাদান ব্যবহার করেন, যা ত্বককে শান্ত রাখে, দাগ দূর করে এবং অকাল বার্ধক্য রোধ করে।

৭. ফারমেন্টেড স্কিন কেয়ার: কোরিয়ানরা তাদের খাবারে যেমন ফার্মেন্টেড বা গাঁজন করা উপাদান (যেমন- কিমচি) পছন্দ করেন, তেমনি স্কিন কেয়ারেও এটি ব্যবহার করেন। ফার্মেন্টেড উপাদানগুলোর অণুগুলো খুব ক্ষুদ্র হয়, যা ত্বকের খুব গভীরে সহজে প্রবেশ করতে পারে। এটি ত্বকের কোলাজেন বাড়াতে এবং টেক্সচার মসৃণ করতে দারুণ কার্যকরী।

৮. এক্সফোলিয়েশনে কোমলতা: ত্বকের মৃত কোষ দূর করার জন্য কোরিয়ানরা কঠোর বা খসখসে স্ক্রাব একদমই পছন্দ করেন না। তারা অত্যন্ত নরম ও মৃদু কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েটর (যেমন- AHA বা BHA) অথবা পিলিং জেল ব্যবহার করেন, যা ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচ বা ব্যারিয়ারের কোনো ক্ষতি না করেই ত্বককে মসৃণ করে।

৯. ভেতর থেকে আর্দ্রতা ও পুষ্টি: সুন্দর ত্বকের রহস্য শুধু বাইরে থেকে ক্রিম মাখায় নয়, বরং শরীরের ভেতরেও। কোরিয়ানরা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে পানি পান করেন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও কোলাজেন সমৃদ্ধ খাবার খান। তাদের ডায়েটে প্রচুর শাকসবজি ও স্যুপ থাকে, যা ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেটেড রাখে।

১০. সানস্ক্রিন: পরম সুরক্ষাকবচ: কোরিয়ান নারীদের কাছে সানস্ক্রিন হলো সবচেয়ে বড় অ্যান্টি-এজিং ক্রিম। মেঘলা দিন হোক বা ঘরের ভেতর—তারা সানস্ক্রিন ছাড়া দিন শুরু করেন না। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি যাতে ত্বকে বলিরেখা বা পিগমেন্টেশন তৈরি করতে না পারে, সেজন্য তারা উচ্চমানের এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যবহার করেন।

১১. লেয়ারিং পদ্ধতি: কোরিয়ান রূপচর্চার শেষ সিক্রেটটি হলো প্রোডাক্ট ব্যবহারের সঠিক নিয়ম বা লেয়ারিং। তারা কখনোই সব প্রোডাক্ট একসাথে মিশিয়ে মুখে মাখেন না। নিয়ম হলো—সবচেয়ে হালকা বা পানির মতো পাতলা প্রোডাক্টটি (যেমন টোনার) আগে লাগাতে হবে, এবং ক্রমান্বয়ে ঘন প্রোডাক্টগুলো (যেমন সিরাম, ময়েশ্চারাইজার, আই ক্রিম) স্তরে স্তরে বসাতে হবে।

কোরিয়ান বিউটি সিক্রেটস আসলে কোনো রাতারাতি ফর্সা হওয়ার উপায় নয়, এটি হলো ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতার খেলা। আপনার ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক উপাদান বেছে নেওয়া এবং প্রতিদিন নিয়ম মেনে ত্বকের যত্ন নেওয়াই হলো এই রূপচর্চার মূল চাবিকাঠি।

ওষুধে ওজন বৃদ্ধি: কমানোর ৭টি বৈজ্ঞানিক উপায়

অনেক সময় বিভিন্ন শারীরিক বা মানসিক সমস্যার কারণে আমাদের নিয়মিত কিছু ওষুধ খেতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ওষুধের একটি বড় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো—এটি শরীরের ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন: অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট,, স্টেরয়েড, মুড স্ট্যাবিলাইজার এবং অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ, ডায়াবেটিসের ওষুধ কিংবা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ। ওষুধের কারণে বেড়ে যাওয়া এই ওজন কমানো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তবে সঠিক কিছু কৌশল ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে এই ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং হেলথলাইন-এর তথ্য অনুযায়ী এখানে এমন ৭টি উপায় আলোচনা করা হলো:

১. সোডিয়াম বা লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন: কিছু ওষুধ (বিশেষ করে স্টেরয়েড বা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট) শরীরে পানি জমিয়ে রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে শরীর ফোলা দেখায় এবং ওজন বাড়ে। খাবারে অতিরিক্ত সোডিয়াম বা লবণ এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়।এক্ষেত্রে, দৈনিক সোডিয়াম গ্রহণের পরিমাণ ২000 মিলিগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। প্যাকেটজাত খাবার, ক্যানড ফুড, ফাস্টফুড এবং অতিরিক্ত কাঁচা লবণ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

২. পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বাড়ান: পটাশিয়াম শরীর থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত পানির ওজন দ্রুত কমে যায়। এছাড়া এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে, আপনার খাদ্যতালিকায় কলা, মিষ্টি আলু, অ্যাভোকাডো, ডাবের পানি, পালং শাক এবং ব্ল্যাক বিন রাখুন।

ওষুধের কারণে ওজন বৃদ্ধি পাওয়া একটি সাময়িক সমস্যা হতে পারে। ধৈর্য না হারিয়ে সঠিক ডায়েট, নিয়মিত হাঁটাচলা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আপনার চিকিৎসকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে এই বাড়তি ওজন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

৩. ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ বা ডোজ পরিবর্তন করুন: ওজন বাড়ছে দেখে নিজের ইচ্ছায় কখনোই কোনো ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করবেন না। এতে আপনার মূল রোগটি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে, আপনার ডাক্তারের সাথে খোলামেলা কথা বলুন। অনেক সময় ডাক্তার ওষুধের ডোজ কিছুটা কমিয়ে দিতে পারেন অথবা একই কাজ করে কিন্তু ওজন বাড়ায় না—এমন বিকল্প কোনো ওষুধ লিখে দিতে পারেন।

৪. খাবার ও পরিমাণের দিকে নজর দিন: কিছু ওষুধ সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের ওপর প্রভাব ফেলে এবং ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্যালরি খেয়ে ফেলি।এক্ষেত্রে, খিদে পেলেই ভারী খাবার না খেয়ে কম ক্যালরিযুক্ত কিন্তু পেট ভরা থাকে এমন খাবার বেছে নিন। যেমন: প্রচুর পরিমাণে তাজা ফলমূল, শাকসবজি এবং ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার। খাবার খাওয়ার সময় ছোট প্লেট ব্যবহার করতে পারেন। ধীরগতির মেটাবলিজমকে গতিশীল করতে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার জরুরি। প্রোটিন হজম হতে শরীর বেশি শক্তি খরচ করে, যা পরোক্ষভাবে ওজন কমাতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে, ডিম, মুরগির মাংস, মাছ, ডাল ও বাদামের মতো চর্বিহীন প্রোটিন খাবার তালিকায় যোগ করুন। সেইসাথে প্রতিদিন অন্তত ৮-১০ গ্লাস বা ২ থেকে আড়াই লিটার পানি পান করুন। কোমল পানীয় বা কৃত্রিম জুস এড়িয়ে চলুন।

৫. নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করুন: মেডিসিনের কারণে মেটাবলিজম বা বিপাক প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম কেবল ক্যালরি পোড়াতেই সাহায্য করে না, এটি মেটাবলিজমকে সচল রাখে এবং পেশীর শক্তি বাড়ায়। এক্ষেত্রে, সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরনের ব্যায়াম (যেমন: দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো) করার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। এছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে হালকা ওজনের ব্যায়াম করতে পারেন।

৬. ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং: ওজন কমানোর জন্য 'ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং' বা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর উপবাস করা বেশ কার্যকরী একটি উপায় হতে পারে। রোজা রাখার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলোতে মূলত খাবার খাওয়া এবং না খাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা সময়সীমা (উইন্ডো) নির্ধারণ করা থাকে। এটি দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে হতে পারে, আবার সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিনে কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। তবে তা অবশ্যই আপনার চিকিৎসক দলের পরামর্শ অনুযায়ী করা উচিত।

৭. পর্যাপ্ত ও মানসম্মত ঘুম নিশ্চিত করুন: রাতে ভালো ঘুম ওজন কমাতে দারুণভাবে সাহায্য করে, বিশেষ করে আপনি যদি কোনো রোগের জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকেন। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রা-র কারণ হতে পারে। এমনকি আপনি যদি স্টেরয়েড নাও খেয়ে থাকেন, তবুও পর্যাপ্ত ঘুম না হলে তা সারা দিন জুড়ে আপনার ক্ষুধা বা খাওয়ার ইচ্ছা বাড়িয়ে দিতে পারে।

ওষুধের কারণে ওজন বৃদ্ধি পাওয়া একটি সাময়িক সমস্যা হতে পারে। ধৈর্য না হারিয়ে সঠিক ডায়েট, নিয়মিত হাঁটাচলা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আপনার চিকিৎসকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে এই বাড়তি ওজন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তবে মনে রাখবেন, ওজন কমানোর জন্য নিজে নিজেই কোনো সাপ্লিমেন্ট বা ল্যাক্সেটিভ খেতে যাবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোনো ওজন কমানোর ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট খেলে তা আপনার বর্তমান ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে এবং লিভার বা কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

নেতিবাচকতার বেড়াজাল

বিষাক্ত সম্পর্ক ও চিন্তা থেকে দূরে থাকার উপায়

আমাদের চারপাশে দুই ধরনের মানুষ ও পরিবেশ থাকে—একদল যারা আমাদের ডানা মেলে উড়তে অনুপ্রেরণা দেয়, আর অন্যদল যারা অনবরত আমাদের টেনে নিচে নামাতে চায়। জীবনকে সুন্দর ও সফল করতে হলে নিজের ভেতরের নেতিবাচক চিন্তা যেমন দূর করতে হবে, তেমনি চারপাশের নেতিবাচক বা টক্সিক মানুষদের থেকেও দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।

যেকোনো পরিস্থিতি, মানুষ, ভবিষ্যৎ বা নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সবসময় খারাপ, হতাশাজনক এবং ধ্বংসাত্মক কিছু ভাবার নামই হলো নেতিবাচক চিন্তা। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় "কগনেটিভ ডিসটর্শনস।" এটি এমন এক ধরনের মানসিক কুয়াশা, যা মানুষের যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। নেতিবাচক চিন্তায় আক্রান্ত মানুষ যেকোনো ভালো ঘটনার মধ্যেও কোনো না কোনো খুঁত বা অমঙ্গল খুঁজে বের করে।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের মনস্তত্ত্বে বিশাল প্রভাব ফেলে। আপনি যদি সারাক্ষণ নেতিবাচক মানসিকতার মানুষের সাথে ওঠাবসা করেন, তবে আপনার জীবনে তার মারাত্মক কিছু কুপ্রভাব পড়তে পারে। মূলত, নেতিবাচক চিন্তার মানুষেরা হলো 'এনার্জি ভ্যাম্পায়ার'। তারা অনবরত অভিযোগ, পরনিন্দা এবং হতাশার কথা বলে আপনার ভেতরের সমস্ত ইতিবাচক শক্তি ও মানসিক উদ্যম শুষে নিতে পারে। তাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেই মন ক্লান্ত ও ভারী হয়ে যেতে পারে।

বিষাক্ত এই সম্পর্ক বা মানুষদের সঙ্গ শরীরে স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে আপনি না চাইলেও আপনার মধ্যে অতিরিক্ত মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা এবং দীর্ঘমেয়াদে বিষণ্নতা ভর করতে পারে। সারাক্ষণ নেতিবাচক কথা শুনতে শুনতে একসময় আপনার নিজের অবচেতন মনও চারপাশের পৃথিবীকে একই রকম অন্ধকার ও কুৎসিত দেখতে শুরু করবে। তাছাড়া, নেতিবাচক চিন্তার মানুষেরা সাধারণত অন্যের প্রশংসা করতে পারে না। তারা কথায় কথায় আপনার ভুল ধরবে, আপনার স্বপ্নকে উপহাস করবে এবং আপনাকে ছোট করার চেষ্টা করবে। এর ফলে আস্তে আস্তে আপনি নিজের যোগ্যতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন।

এই ধরনের বিষাক্ত চিন্তার মানুষদের আমাদের জীবন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়তো সবসময় সম্ভব নয়, তবে কিছু কৌশল অবলম্বন করে নিশ্চিতভাবেই তাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়:

১.মানসিক সীমানা বা বাউন্ডারি নির্ধারণ করুন: আপনার জীবনে কে কতটুকু জায়গা পাবে, তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। নেতিবাচক চিন্তার মানুষেরা যেন আপনার ব্যক্তিগত জীবন বা মানসিক শান্তিতে নাক গলাতে না পারে, সেজন্য একটি স্পষ্ট অদৃশ্য সীমানা টেনে দিন। প্রয়োজনে ভদ্রভাবে কিন্তু শক্তভাবে 'না' বলতে শিখুন।

২.আলাপের সময় সীমিত করুন: যদি এমন কোনো মানুষের সাথে প্রতিদিন দেখাও করতে হয়, তবে যোগাযোগের সময় একদম কমিয়ে আনুন। শুধু প্রয়োজনীয় কাজ বা দরকারি আনুষ্ঠানিক কথাটুকু বলে দ্রুত সেই স্থান বা আলোচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন।

৩.তর্কে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন: নেতিবাচক মানসিকতার মানুষদের যুক্তি দিয়ে বোঝানো বা তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করা অসম্ভব। তাই তারা কোনো উসকানিমূলক বা নেতিবাচক মন্তব্য করলে উত্তেজিত না হয়ে নীরব থাকুন। আপনার নীরবতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় বর্ম।

৪.আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিন: যখনই বুঝবেন সামনের মানুষটি কোনো নেতিবাচক বা পরনিন্দামূলক আলোচনা শুরু করছে, চট করে অন্য কোনো হালকা, সাধারণ বা ইতিবাচক বিষয়ে কথা বলা শুরু করুন। এতে তারা পরচর্চার রস না পেয়ে নিজে থেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

৫.সহমর্মিতার নামে নিজের মানসিক শান্তি বিসর্জন দেবেন না: কেউ যদি সারাক্ষণ আপনার কাছে এসে শুধু নিজের ক্ষোভের ঝুড়ি উজাড় করে এবং আপনার দিনটি নষ্ট করে, তবে তার সেই মানসিক বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবেন না। সহানুভূতির একটা সীমা থাকা উচিত, যা আপনার নিজের ক্ষতি করে নয়।

৬.ইতিবাচক একটি সার্কেল তৈরি করুন: নেতিবাচক চিন্তার মানুষদের থেকে মনোযোগ সরিয়ে আপনার চারপাশে এমন বন্ধুদের রাখুন যারা আপনাকে অনুপ্রেরণা দেয়, হাসিখুশি রাখে এবং জীবনে ভালো কিছু করতে উৎসাহিত করে। পজিটিভ মানুষের সঙ্গই নেতিবাচকতার সবচেয়ে বড় ওষুধ।

মনে রাখবেন, নেতিবাচক চিন্তার মানুষ মানেই তিনি মন্দ নন; বরং এটি তার নিজস্ব জীবনের কোনো ক্ষত, হতাশা বা দীর্ঘদিনের জমে থাকা মানসিক লড়াইয়ের বহিঃপ্রকাশ। হয়তো পরিস্থিতি বা চারপাশের পরিবেশ তাকে এভাবে গড়ে তুলেছে। তাই তাদের প্রতি ঘৃণা বা ক্ষোভ না রেখে, সহানুভূতির চোখেই দেখা উচিত।

তবে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে—তাদের নেতিবাচকতার আগুনে আপনি নিজেকে পুড়িয়ে ছারখার করবেন। প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকা প্রয়োজন। আপনি কাউকে ভালোবেসে বা পাশে থেকে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু কাউকে পরিবর্তন করার বা তার মানসিকতার ভার বয়ে বেড়ানোর দায় আপনার নয়।

নিজের মানসিক শান্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া কোনো অপরাধ নয়। যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো পরিস্থিতি বা কোনো মানুষের সঙ্গ আপনার ভেতরের ইতিবাচকতা এবং মানসিক শক্তিকে ক্ষয় করছে, তখন সেখান থেকে আলতো করে সরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এইবার জেনে গেছে মন

রুদ্র সাহাদাৎ

এই বার জেনে গেছে মন এই সমাজে বাটপারের
জনপ্রিয়তা খুব বেশি
মুখে মধু অন্তরে বিষ সাদা জামা কালা মন রঙিন
যত্তসব আয়োজন
সাধু সাধু ভাব সততার অভাব.. স্বার্থহীন হাঁটে না
কোনো পা
চোরা শুনিয়ে যায় ধর্মের কাহিনী পাপপূণ্য হিসেব নিকেশ
ধূর্ত শিয়ালও অবাক বিস্ময়ে থমকে যায় চলতি পথে

সত্যি বলছি কমরেড
এই বার জেনে গেছে মন এই সমাজে বাটপারের
জনপ্রিয়তা খুব বেশি

নস্টালজিয়া

অলোক আচার্য

উঠানটা মৃত। শুয়ে আছে আমার পাশে
শোক-তাপ নেই, কয়েকটি শব্দের আহাজারি
কোরাসের সুর।
মানুষ মরে গেছে, উঠান মরে গেছে, বাতাস থেমে
পাশাপাশি ঘুমিয়ে শৈশবের গল্প ধরে-
বহুদিনের চেনা
কাদামাখা দুপুরের ঘ্রাণ, অচেনা পাখির শিষ
কিছু শোকার্ত পাখি বসে থাকে কফিনের পাশে!
কোথাও প্রস্তুত হয় শোকগীতি
কেউ সাদা পাঞ্জাবি গায়ে দেয়, আতর মাখে
মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে উঠানে দাঁড়ায়-
তারপর?
নীরবতা, পাশাপাশি ঘুমিয়ে!

হতাশা বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাস

আইনাল হক

অবশেষে একটা অর্ধমৃত নদীর মোহনায় এসে দাঁড়ালাম
পিছনে সারি সারি হতাশা-বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাস।

নাগরিক মোহ যেভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে
তাতে আমাদের তৃতীয় নয়ন নির্ঘাত দৃষ্টি হারাবে;
বারবার মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে গিয়ে
ল্যাম্পপোস্টগুলো হয়ে উঠছে প্রতারক অবতার,
কথামালার উৎপাত চায়ের ধোঁয়ার ন্যায় বাষ্পীভূত হলে
জাতীয় ঐক্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয় নির্বোধ জনতা।

নরম ঠোঁটের কবিতা

অনিক খুরশীদ

আর এসো না বকুল-ফুল
পূর্ণতার চাঁদ ডুবে গেছে
তোমার ভোরের জানালায় এক টুকরো;
মুগ্ধতার রোদ হাসুক।

তোমার বুকের উষ্ণতার গন্ধ মেখে
নেশায় বুঁদ হয়ে;
মাতাল চোখে কবিতা আওড়াই
তোমার নরম ঠোঁটে এত্তো এত্তো কবিতা
আমি পড়ে শেষ করতে পারি না!
তোমার কিছু কবিতা আজন্ম হাতের মুঠোয় রাখি।

সুবাসিত কথোপকথন

মাহমুদা মৌ

জেগে আছে
স্বপ্নস্নাত মায়াবী ঝলমলে রাত
আর অতৃপ্তির কথোপকথন।
চাই কথোপকথন চলুক দীর্ঘ রাত,
দীর্ঘ সময়-ঠিক বহতা নদীর মতন।
তবুও আমাদের কথার চারুপাঠে
সুর আছে ছন্দ আছে
আছে মায়া।
আছে প্রেম
আছে নিবেদন।
আঙুলে আঙুল ছোঁয়াছুঁয়ি না হলেও
বেলি ফুলের সুবাসের মতো আবেগ ঘুরে বেড়ায়,
জেগে ওঠে শ্যাওলা-ধরা মনজমিন
কথা ফুরোলেও সুবাস রয়ে যায়
আরও খানিকটা সময়।
তাই তো,
অতৃপ্তির অযাচিত অভিমান দূরে রেখে
সুবাসিত কথোপকথন চলে সুখে-দুখে অসুখে।

ব্যাথার বাঁশি

দীপান্বিতা পালিত

বাঁশি বেজেছিল একদিন বুকের গভীরে। সেই বাঁশির
সুরে আমার হৃদয় চঞ্চল হলো;
উজান পথ বেয়ে, দুর্গম গিরি অতিক্রম করে তোমার
সামনে এসে দাঁড়ালাম।

বাঁশির ব্যথায় ভরা জলজ হৃদয়খানি নিয়ে করলাম আত্মনিবেদন।
ততক্ষণে আমার সকল আলোকপুঞ্জ আঁধারে ঢেকেছে। বুকের
ভেতর না-বলতে-পারা কথার মেঘ জমেছে স্তবকে স্তবকে।
সকল শব্দ ঝরে পড়তে চাইছে, যেভাবে বৃষ্টি ঝরে পড়ে মাটির
বুকের ওপর!

সেই বাঁশিটা আর বাজে না। ব্যথার বোঝায় বুজে গেছে বাঁশির
সকল ছিদ্র।
আমি যে নদীর স্রোতে বয়ে চলছিলাম তোমার দিকে,
তা যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে সরোবর হয়েছে— বিরহের সরোবর।

বিরহ-সরোবরে অবগাহন করতে করতে আমি এখনও অপেক্ষা
করছি; এক আলোতে জ্বলে উঠব -
তুমি আর আমি।

অনাবিল সুখ এই বাংলায়

খালিদ বিন ওয়ালিদ

এই দেশ ছেড়ে আমি যাব বা কোথায়—
যেখানে প্রভাতকালে দোয়েলের গান,
যেখানে জুড়ায় মন অশ্বত্থের ছায়,
আশুরার বিলে মেলে কলমির ঘ্রাণ!
সাদা সাদা বকদের রোজ দেখি খেলা,
পানকৌড়ি ডুবে ডুবে করে যে আহার;
যত পাখি ঘরে ফেরে গোধূলির বেলা—
আশ্বিনে কচুরিফুলে বেগুনি বাহার।

দিনান্তে রঙিন হয় কুলিকের জল,
বুনো হাঁস সাঁতরায় রঙিন ধরায়;
বনের গহীনে গায় ঝিঁঝিদের দল,
সবুজ সাগুনী বন মমতা ছড়ায়।
এই দেশ ছেড়ে আমি যাব বা কোথায়?
অনাবিল সুখ মেলে এই বাংলায়!

রামিসার জন্য পুষ্পাশ্রু

এম এ ওয়াজেদ

রামিসা! বালিকা আমার—
নির্বাক কষ্টপাথরে চাপা পড়েছে
নীল-কাতর নীপবনের লতাগুল্ম;
বেদনার পুষ্পাশ্রুতে ভরে গেছে
হৃদয়-চৌহদ্দির অজাত ধূর্ত পরাগায়ন।

সেই কবে আদিম মানুষের বিচরণে
ক্ষয়ে গেছে লাল গোলাপের শীত-সন্ত্রাস মঞ্জুরিকা,
বেপরোয়া উন্মত্ততার নগ্ন এপস্টেইন ফাইলস—
বারবার উঁকি মারে গাঢ় নিদ্রার মৃত্তিকাতলে,
নিষিদ্ধ মূর্খতার সিম্পোজিয়ামে প্রবল আর্তস্বর!

নষ্টতার দিগম্বর যুবতী ঘ্রাণে
শুকিয়ে গেছে দোয়েলিকার শ্বাসনালি,
অসভ্য বুনোহাঁস না চিনে পুষ্পের প্রেমরস,
না চিনে মধুময় আলোকরশ্মির বর্ণালিরেণু;
মেধাহীন নষ্টাচারে ছিঁড়ে গেছে সবুজ গালিচা।

মানুষের জীবন অন্ধকারে হারিয়ে যায়,
মাটিতে পড়ে থাকে অভিযোগহীন লাল রক্ত!
নরপিশাচের উদ্ধত শিশ্ন নিঃশেষ করে—
মমতাময়ী দুঃখচাদরের অবিন্যস্ত খোলা চিঠি;
হে বালিকা রামিসা! আমাদের আজ ক্ষমা করো।

শ্রেষ্ঠ পাঠশালা

ফারহানা ইয়াসমিন তৃপ্তি

দাদু আর রাফি—দুজনের মধ্যে চরম মিল। বাবার সঙ্গে সময় না পেলেও দাদুর সার্বক্ষণিক সঙ্গ পায় সে। দাদা যে কী জিনিস, দাদার মায়া-মমতা, আদর-ভালোবাসা, সেটা ও খুব ভালোভাবেই পেয়েছে।
রাফি ছেলেটি খুব চঞ্চল আর হাসিখুশি। বয়স মাত্র ৯ বছর, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ওর সারাটা দিন কাটে পড়াশোনা, খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড়ে। কিন্তু মনের ভেতরটা তুলোর মতো নরম, তাই ভুল করলে ওর খুব কষ্ট হয়।

একদিন বিকেলে খেলা শেষে বাড়িতে ফিরে এসে হাত-পা ধুতে শুরু করে। খেলার উত্তেজনা তখনও ওর মনে ছিল, তাই ট্যাপ বন্ধ না করেই ঘরে চলে যায়। শীতল পানি সরু ধারায় বয়ে যাচ্ছিল, আর বাগানের শুকনো মাটি দ্রুত তা শুষে নিচ্ছিল।

বাগানটি ঘরের সামনেই, আর পানির ট্যাপটিও বাগানেই ছিল। দাদু বারান্দায় বসে এই কাজটা দেখলেন। তিনি শান্তস্বরে ডাকলেন, "রাফি!"

রাফি মাথা নিচু করে দাদুর সামনে দাঁড়াল, ওর বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছিল; কিছু একটা ভুল হয়েছে কী?

"হ্যাঁ দাদু।"

দাদু মৃদু হেসে কাঁধে হাত রাখলেন। সেই হাসিতে ছিল গভীর ভালোবাসা। বললেন, "দাদুভাই, বাগানে যে পানি নষ্ট হচ্ছে, সেটা কি দেখেছ?"

রাফি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে ভাবছিল, দাদু বুঝি বকা দেবেন। কিন্তু দাদু আবার বললেন, "দাদুভাই আমার, মনে রেখো, প্রিয় নবিজি (সা.) বলেছেন: 'অতিরিক্ত পানি নষ্ট কোরো না, যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর ধারে থাকো।' (ইবনে মাজাহ)"

রাফির চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। ভাবলো, অল্প একটু পানি নষ্ট করাও আল্লাহর কাছে কত বড় অপরাধ। দাদুর কথা শুনে মনে মনে এক ধরনের অনুশোচনা বোধ তৈরি হলো ওর। সে দ্রুত পায়ে গিয়ে কলটি বন্ধ করল। কল থেকে যখন শেষ ফোঁটাটি মাটিতে পড়ল, তখন অনুভব করল—সে শুধু একটি কল বন্ধ করেনি, বরং একটি ভুল থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে।

কয়েকদিন পর। রাফি দাদুর সঙ্গে বাজারে যায়। বাজারের সবুজ শাকসবজি আর নানা রঙের ফলের মনমাতানো গন্ধে ওর মন নেচে ওঠে। এক দোকানে থরে থরে সাজানো ছিল আঙুরের থোকা। ঝুড়িতে থাকা রসালো আঙুরগুলো দেখে রাফির জিভে জল আসে।

দাদু অন্যমনস্ক হয়ে ফল কিনছিলেন। রাফি চারপাশে একবার তাকিয়েই ঝট করে একটি আঙুর মুখে পুরে ফেলে। দাদুর চোখ দুটি কিন্তু সজাগ ছিল; তিনি বিষয়টি খেয়াল করে বললেন,

"রাফি, মনে রেখো, প্রিয় নবিজি (সা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (সহিহ মুসলিম)।"

ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। আঙুরটি মুখে তিতো হয়ে গেল, লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল ওর। সেই মুহূর্তে যেন মাটির ভেতরে মিশে যেতে পারলে ভালো হতো। দাদুর সামনে এই লজ্জার চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু হতে পারে না।

সে সঙ্গে সঙ্গে দাদুর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করল এবং দোকানদারকে জানাল যে সে একটি আঙুর খেয়েছে। দাদু কিছু আঙুর কিনলেন আর রাফির হয়ে দোকানদারের কাছে ক্ষমা চাইলেন। দোকানদার হেসে বলল, "থাক চাচা, সামান্য একটি আঙুর!"

কিন্তু রাফি বুঝতে পারছিল, এই সামান্য ভুলের কী বিশাল শিক্ষা! সে অনুভব করল, অন্যের জিনিস তার মালিককে না বলে নিতে বা খেতে নেই; এতে অনেক বড় পাপ হয়।

আরেকদিন, রাফি ওর বন্ধু সাইফের সাথে খেলতে গিয়ে রেগে যায়। খেলাটি ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা, আর রাফি হেরে যায়। সাইফ হাসতে হাসতে বলল, "তুই হেরে গেছিস!"

সাইফের কথা শুনে রাফির মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। হাত মুঠি করে সাইফকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর দৌড়ে পালিয়ে এল দাদুর কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "দাদু, সাইফকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি।"

দাদু ভালোবাসাভরা চোখে ওর দিকে তাকালেন, হাত ধরে টেনে কাছে বসিয়ে বললেন—

"রাফি, দাদুভাই আমার। প্রিয় নবিজি (সা.) বলেছেন: 'শক্তিমান সে নয়, যে কুস্তিতে অন্যকে হারায়; বরং শক্তিমান সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।"

দাদুর শান্ত কণ্ঠস্বর রাফির রাগকে এক শীতল পানির মতো নিভিয়ে দিল। সে বুঝতে পারল, আসল শক্তি শরীরের নয়, বরং মনের ভেতরের। সে খুশি হয়ে বলল, "তাহলে আমি শক্তিমান হতে চাই দাদু! আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখব।" এরপর সে দৌড়ে গিয়ে সাইফের কাছে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল।

এভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। রাফি প্রতিদিন দাদুর জ্ঞানের বাগান থেকে নতুন কিছু শিখত। পানি অপচয় না করা, সৎভাবে চলা, রাগ নিয়ন্ত্রণ করা, এতিম-দরিদ্রের প্রতি মমতা রাখা—সবকিছুই দাদু তাকে হাদিসের আলোকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। রাফি ওর বন্ধুদেরকেও এই শিক্ষাগুলো দিতে শুরু করল।

এক সন্ধ্যায় দাদু রাফিকে কাছে ডেকে বললেন,

"রাফি, আমার দাদুভাই—মনে রেখো, রাসুল (সা.)-এর পুরো জীবনটাই আমাদের জন্য শিক্ষার আলো। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহকে ভয় করতে, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে, মিথ্যা না বলতে, আমানত রক্ষা করতে আর সবসময় সৎ পথে থাকতে। যে পথ সুমহান পথ। নবিজি (সা.) ছিলেন আলোকবর্তিকা। তিনি ছিলেন মানবতার শান্তির প্রতীক, মুক্তির প্রতীক, রহমাতুল্লিল আলামিন। যিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির জীবনের পাঠশালা—সবার শিক্ষক তিনি।"

রাফি উজ্জ্বল চোখে উৎসুক হয়ে দাদুর দিকে তাকাল-যেন সে আজ শুধু কিছু কথা শোনেনি, বরং জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

"দাদু, আমি নবিজি (সা.)-এর পথেই চলতে চাই। আমি জীবনের প্রতিটি কাজে তাঁর শিক্ষা আঁকড়ে ধরব।"

দাদু আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন:

"হে আল্লাহ! আমার এই নাতিকে রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহর পথে চলার তৌফিক দিন। ওকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করুন।"

রাতের আকাশে তারারা জ্বলজ্বল করে উঠল। জোনাকিরা মিটিমিটি আলো জ্বালে। রাফির মনেও যেন হাজারো তারার আলো জ্বলে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করল—সে আর ভুল করবে না। আর যদি ভুল হয়ও, তবু সে দাদুর শেখানো পথেই ফিরে আসবে; চলবে দয়ার নবি, মায়ার নবির জীবনের পাঠশালা অনুযায়ী। যে পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন আকাশের তারার মতো

NOW SHOWING IN THEATRES

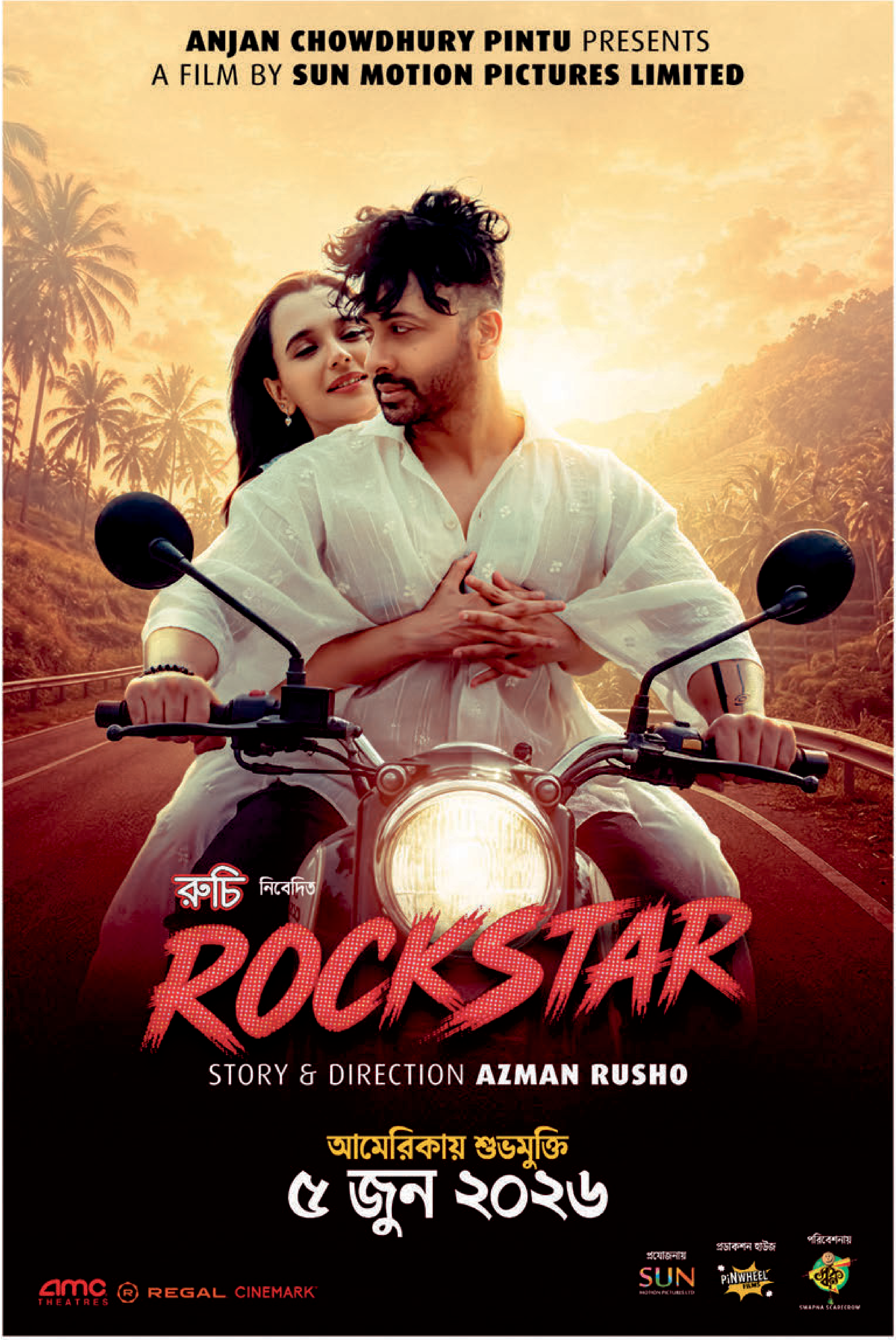

1. REGAL UA MIDWAY, **FOREST HILLS/QUEENS**
2. SHOWCASE CINEMA DE LUX **FARMINGDALE, LONG ISLAND**

টিকেট ও শো-টাইম: সিনেমা হল এর ওয়েবসাইট/অ্যাপ/কাউন্টার

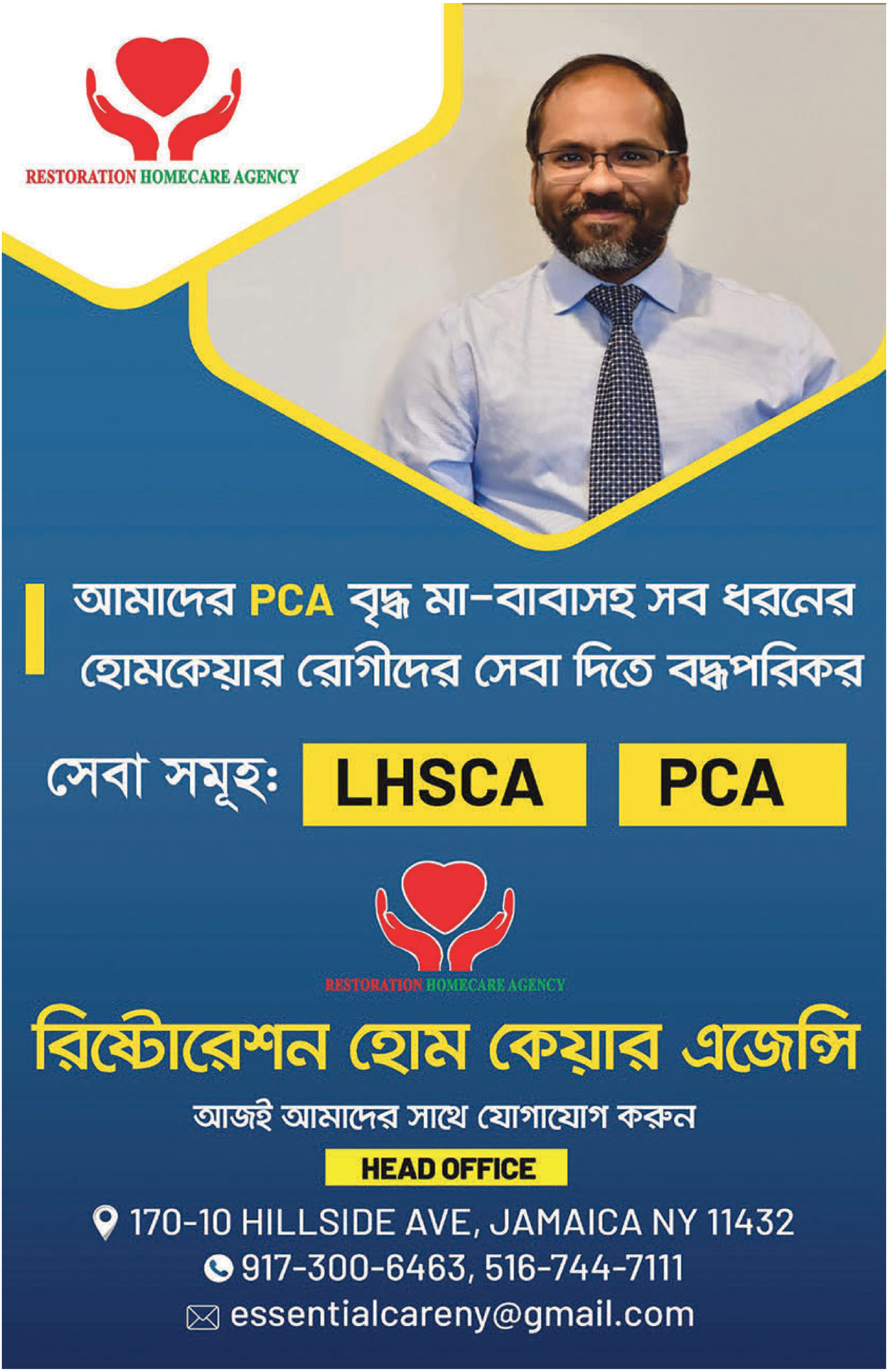
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহ:
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

ZAKIR
for the BRONX
PAID FOR BY
ZAKIR FOR THE BRONX
নিউ ইয়র্ক স্টেট
অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭
আগাম ভোটিং:
জুন১৩-জুন২১,
২০২৬
ডেমোক্রেটিক
প্রাথমিক নির্বাচন:
জুন২৩,২০২৬
একটি নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী BRONX এর সূচনা
ZAKIR CHOUDHURY
আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর প্রকৃত নীতিগত পরিবর্তন এবং
জোরালো সমর্থনের জন্য জাকির চৌধুরী অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ কে ভোট দিন।
জনসাধারণের নিরাপত্তা
সাশ্রয়ী আবাসন এবং জীবনযাত্রার খরচ
সিনিয়র সাপোর্ট ও সার্ভিসেস
স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস
ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন
শিক্ষা ও যুব সমাজের সুযোগ
পার্কচেস্টার | ক্যাসেল হিল | ওয়েস্ট ফার্মস
আরো জানতে
স্ক্যান করুন
প্রাথমিক নির্বাচনের তারিখ
জুন ২৩, ২০২৬
জাকির চৌধুরীকে ভোট দিন
ZAKIRFORTHEBRONX.COM
(347) 940 5825

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 4 June 2026, 9th Year, Issue 481

বৃহস্পতিবার, ৪ জুন ২০২৬, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮১

নিউ জার্সিতে প্রবাসী বর্ষবরণ ও ঈদ মেলা

নতুন প্রজন্মের অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক

৩০ মে বিকেলে রাটগার্স ইউনিভার্সিটির লিভিংস্টন স্টুডেন্ট সেন্টারে বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সি এই উৎসবের আয়োজন করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসী বাঙালিদের অন্যতম বৃহৎ মিলনমেলা 'প্রবাসী বর্ষবরণ ও ঈদ মেলা'। শনিবার (৩০ মে) বিকেলে রাটগার্স ইউনিভার্সিটির লিভিংস্টন স্টুডেন্ট সেন্টারে বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সি এই জমকালো উৎসবের আয়োজন করে।

বাঙালির সর্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহার আনন্দকে এক সুতোয় বাঁধতেই এই যৌথ আয়োজন। প্রবাসী প্রজন্মের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে অনুষ্ঠানে ছিল শিশু-কিশোরদের বিশেষ পরিবেশনা, দেশি খাবারের স্টল, আকর্ষণীয় ফ্যাশন শো এবং জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল স্থানীয় শিশু-কিশোর ও প্রবাসীদের পরিবেশনায় ভিন্নধর্মী কিছু সাংস্কৃতিক পর্ব। এর মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা অবলম্বনে নির্মিত বিশেষ শিশু গীতিআট্য 'জুতা আবিষ্কার' দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়ায়। ফারহানা আক্তার তুলির পরিচালনায় এই নাটকে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশুরা চমৎকার অভিনয় ও সুরের জাদু দেখায়। গীতিনাট্যটিতে অভিনয়ে অংশ নেয় ফারশীদ, জাহি, তাহান, তিহান, সাখাওয়াত, মালিহা, তাসবীর, ফাহিম, রামিন ও ওয়াফিক। চমৎকার কণ্ঠ দিয়ে গান গেয়েছে সঙ্গীতশিল্পী প্রিয়তা, জোয়া, নোভা, সারা, ইশহান ও রায়ান।

এরপরই মঞ্চে পরিবেশিত হয় বিশেষ পর্ব "মহা জাদু জানে"। উর্মিন রহমান ও ফাহমিনা জব্বার উর্মির পরিচালনায় এই পর্বে অংশ নেন উর্মি, উর্মিন, সারিনা, আনুশে, নাশিতা, নাফিসা, ফাইজা ও ফারীন।

ফারহানা আক্তার তুলির পরিচালনায় কিশোর সংগীত "অচেনা বৈশাখ" পর্বে নতুন করে বৈশাখী আমেজ ফুটিয়ে তোলে খুদে শিল্পী প্রিয়তা, প্রিয়ম, শায়রা ও ফারশীদ।

ফাহমিনা জব্বারের পরিচালনায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ভ্রমণ

রুপালি সৈকতে শুঁটকির টানে

ফাত্তাহ তানভীর রানা

বহুবার নাম শুনেছিলাম, তবুও কখনো যাওয়া হয়নি। কক্সবাজারের শেষ ভূমি সীমানায় অবস্থান। চ্যানেলের ওপারেই সোনাদিয়া দ্বীপ। দূর থেকে মহেশখালীও দেখা যায়। মহেশখালী চ্যানেলকে অনেকে নাজিরারটেক নদীও বলতে শোনা গেছে। বালির মাঠ আর জেলেদের কলরব! এক অনিবার্য সত্যি আর প্রাকৃতিক মায়ায় ঘেরা নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লী। যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাথে নিয়ে, সাহস আর পরিশ্রম করে সাধারণ মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে হয়।

গুগল ম্যাপসে কক্সবাজার জিরো পয়েন্ট নাম দেখেই একটা শিহরণ জেগেছিল! নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লীর ধূ ধূ বালির মাঠই হলো কক্সবাজার জিরো পয়েন্ট।

সুগন্ধা পয়েন্টের আল ফাত্তাহ হোটেল থেকে একটা অটোরিকশা রিজার্ভ করে রওনা হয়ে যাই। শহর পেরিয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরের পেছন দিয়ে গ্রাম্য রাস্তায় এগিয়ে যাই। একসময় নাজিরারটেক পেয়েও যাই। বালির মাঠের এক পাশে সমুদ্র, অন্যদিকে মহেশখালী চ্যানেল। নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লীতে পর্যটকদের আনাগোনা নেই। যারা জেলেদের জীবন ও শুঁটকি উৎপাদনের প্রক্রিয়া জানতে চান, তারা আসেন। নাজিরারটেক সমুদ্রসৈকত এখনো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। এটা এখনো একটা পল্লী, একটা গ্রাম আর শুঁটকি প্রক্রিয়ার জন্য সুপরিচিত নাম।

নাজিরারটেক বাংলাদেশের কক্সবাজারের একটি গ্রাম। এই গ্রাম কক্সবাজার জেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। এখানে শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণের একটি ইউনিট আছে। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটটি উপকূলীয় এলাকায় ১০০ একর জমির ওপর নির্মিত। বাংলাদেশের বৃহত্তম এই শুঁটকি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড নীতি ঘিরে ইউ-টার্ন

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। সাম্প্রতিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অধিকাংশ অভিবাসীকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

নিউইয়র্কে আইস-এর গ্রেফতার অভিযান

৯৩ শতাংশই লাতিনো

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির রাস্তায় চলছে এক নীরব ও ভয়াবহ অভিবাসন-বিরোধী অভিযান। সন্তানের জন্য দুধ কিনতে যাওয়া, কফি আনতে বেরোনো, কুকুর নিয়ে হাঁটতে যাওয়া কিংবা সন্তানকে ফুটবল প্র্যাকটিস থেকে আনতে যাওয়া — এই স্বাভাবিক মুহূর্তগুলো এখন হাজারো অভিবাসীর জীবনে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম দ্য সিটি ১,২০০-এরও বেশি মামলার নথি পর্যালোচনা করে জানিয়েছে, গত কয়েক মাসে এই অঞ্চলে অন্তত ৪৩০টি রাস্তায় গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ৯৩ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে লাতিনো অভিবাসীদের লক্ষ্য করা হয়েছে — অথচ এই অঞ্চলে বৈধ কাগজপত্রহীন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি • IMMIGRATION (Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমণের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
INDIVIDUAL TAX RETURN
CORPORATE TAX RETURN
SMALL BUSINESSES TAX RETURN
SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
PAYROLL
W2S, 1099S
FINANCIAL STATEMENT
SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE 2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY | FLYER
E-MAIL PRINT | A-SIGN
BANNER | CARGO
MONEY TRANSFER | FEDEX/UPS
BUSINESS CARDS | CELL PHONE
CUSTOM T- SHIRT | MUG PRINTING
Mohammed K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com